ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আশআরী সাথীগণ যখন রাত্রিবেলায় কোরআন তেলায়াত করে তখন আমি তাহাদের কণ্ঠস্বর চিনিতে পারি এবং দিনেরবেলায় যদিও তাহাদের অবস্থানগুলি আমি দেখি নাই, তথাপি রাত্রিবেলায় কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমি তাহাদের অবস্থানগুলি জানিতে পারি। হযরত হাকীম (রাঃ)ও এই আশআরী সাথীদের মধ্যে একজন। তিনি (এমন বাহাদুর ব্যক্তি ছিলেন যে,) শত্রুর সহিত মুকাবিলার সময় (পলায়নরত শত্রু সৈন্যদিগকে যুদ্ধের আহবান জানাইয়া) বলিতেন, (পালাইও না) আমার সঙ্গীগণ তোমাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেছে অথবা মুসলমান ঘোড়সওয়ারদিগকে দেখিলে বলিতেন, আমার সঙ্গীগণ তোমাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেছে (যেন সকলে একত্রিতে আক্রমণ করিতে পারি)।

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিছু লোক আমাদের উপর গর্ব করিয়া বলে যে, আমরা অগ্রবর্তী মুহাজিরীনদের অন্তর্ভুক্ত নহি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা নহে, বরং তোমাদের তো দুই হিজরত হইয়াছে। প্রথম তোমরা হিজরত করিয়া হাবশায় গিয়াছ, তারপর তোমরা পুনরায় হিজরত করিয়া (মদীনায়) আসিয়াছ।

(ফাতহুল বারী)

হযরত আবু সালামা ও উম্মে সালামা (রাঃ)এর মদীনায় হিজরত

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু সালামা (রাঃ) মদীনা যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পর উটের উপর আসন ঠিক করিয়া আমাকে উহার উপর বসাইলেন এবং আমার শিশুপুত্র সালামা ইবনে আবি সালামাকে আমার কোলে দিলেন। তারপর উট টানিয়া আমাকে লইয়া রওয়ানা হইলেন। (আমার গোত্র) বনু মুগীরার লোকেরা তাহাকে (এইভাবে চলিয়া যাইতে) দেখিয়া তাহার দিকে আগাইয়া আসিল

এবং বলিল, তোমার উপর আমাদের কোন অধিকার নাই সত্য, কিন্তু আমরা আমাদের মেয়েকে কেন তোমার হাতে এইভাবে ছাড়িয়া দিব যে, তুমি তাহাকে লইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইবে?

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমার গোত্রের লোকেরা হযরত আবু সালামা (রাঃ)এর হাত হইতে উটের রশি কাড়িয়া নিল এবং আমাকে তাহার নিকট হইতে লইয়া গেল। ইহা দেখিয়া হযরত আবু সালামা (রাঃ)এর গোত্র বনু আব্দুল আসাদের লোকদের রাগ হইল। তাহারা বলিল, তোমরা যখন তোমাদের মেয়ে (উম্মে সালামা)কে আমাদের লোক (আবু সালামা)এর নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছ তখন আমরাও আমাদের ছেলে (সালামা)কে তোমাদের মেয়ের নিকট দিব না। অতএব আমার ছেলে (সালামা)কে লইয়া তাহাদের মধ্যে টানাটানি আরম্ভ হইয়া গেল। আর এই টানাটানিতে তাহারা ছেলের বাহু ছুটাইয়া ফেলিল। অবশেষে (আবু সালামা (রাঃ)এর গোত্র) বনু আব্দুল আসাদ তাহাকে লইয়া গেল এবং বনু মুগীরার লোকেরা আমাকে আটক করিয়া রাখিল। আমার স্বামী হযরত আবু সালামা (রাঃ) মদীনা চলিয়া গেলেন। এইভাবে আমি, আমার ছেলে ও স্বামী আমরা তিনজন একে অপর হইতে পৃথক হইয়া গেলাম। আমি প্রত্যহ সকালে আবতাহের ময়দানে বসিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদিতাম। এই অবস্থায় এক বৎসরকাল কাটিয়া যাইবার পর একদিন বনু মুগীরা গোত্রীয় আমার এক চাচাত ভাই নিকট দিয়া যাইবার সময় আমার অবস্থা দেখিয়া তাহার অন্তরে দয়া হইল। সে বনু মুগীরার লোকদেরকে বলিল, তোমরা কি এই অসহায়া মেয়েটিকে যাইতে দিবে না? তোমরা তাহাকে, তাহার পুত্র ও স্বামী, তিন জনকে পৃথক পৃথক করিয়া দিয়াছ। এই কথার পর বনু মূগীরা আমাকে বলিল, ইচ্ছা করিলে তুমি তোমার স্বামীর নিকট চলিয়া যাইতে পার।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, বনু আব্দুল আসাদ আমার ছেলেকে ফিরাইয়া দিল। আমি উটের উপর হাওদা বাঁধিয়া এবং ছেলেকে কোলে লইয়া স্বামীর নিকট মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া গেলাম।

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর কোন বান্দা আমার সঙ্গে ছিল না। তানঈম নামক স্থানে পৌঁছিবার পর বনু আব্দেদার গোত্রের হযরত ওসমান ইবনে তালহা ইবনে আবি তালহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, হে আবু উমাইয়ার বেটি, কোথায় যাইতেছ? আমি বলিলাম, আমার স্বামীর নিকট মদীনায় যাইতে চাহিতেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সঙ্গে কেহ আছে কি? আমি বলিলাম, আল্লাহ এবং আমার ছেলে ব্যতীত আর কেহ আমার সঙ্গে নাই। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, তোমাকে এইভাবে একা ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। অতঃপর তিনি আমার উটের রশি ধরিয়া আমার সঙ্গে চলিলেন এবং আমার উটকে অত্যন্ত দ্রুত চালাইলেন। আল্লাহর কসম, আমি তাহার ন্যায় ভদ্র ও চরিত্রবান, আরবের কোন ব্যক্তির সহিত চলি নাই। যখন কোন মনযিলে পৌঁছিতেন তখন উট বসাইয়া তিনি পিছনে সরিয়া যাইতেন। আমি উট হইতে নামিয়া গেলে তিনি উট লইয়া পিছনে চলিয়া যাইতেন এবং উহার হাওদা নামাইয়া উটকে গাছের সহিত বাঁধিয়া দিতেন, তারপর তিনি পার্শ্বে কোন গাছের নিচে আরাম করিতেন। আবার রওয়ানা হওয়ার সময় হইলে উটের উপর হাওদা বাঁধিয়া আমার নিকট আনিয়া বসাইয়া দিতেন এবং নিজে পিছনে সরিয়া যাইতেন। আমাকে বলিতেন, আরোহণ কর। অতঃপর আমি উটের উপর ঠিক হইয়া বসিয়া গেলে তিনি উটের রশি ধরিয়া সামনের মনযিল পর্যন্ত চলিতে থাকিতেন। সফরের শেষ পর্যন্ত তিনি আমার সহিত এই ব্যবহার করিয়াছেন এবং মদীনায় পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। যখন কোবায় বনু আমর ইবনে আওফের বস্তি তাহার দৃষ্টিগোচর হইল তখন তিনি বলিলেন, তোমার স্বামী এই বস্তিতে আছেন, তুমি সেখানে যাও, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। হযরত আবু সালামা (রাঃ) সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর হযরত ওসমান ইবনে তালহা সেখান হইতে মক্কা ফিরিয়া চলিয়া গেলেন। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলিতেন, হযরত আবু সালামা (রাঃ)এর ঘরের লোকদের যত মুসীবত সহ্য করিতে হইয়াছে আমার মনে হয় আর কোন ঘরের লোকদের এত

মুসীবত সহ্য করিতে হয় নাই। আর আমি হযরত ওসমান ইবনে তালহা অপেক্ষা অধিক ভদ্র ও চরিত্রবান সফরসঙ্গী আর কাহাকেও দেখি নাই। হযরত ওসমান ইবনে তালহা ইবনে আবি তালহা আবদারী (রাঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মুসলমান হইয়াছেন। তিনি ও হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) এক সঙ্গে হিজরত করিয়াছেন।

হযরত সোহাইব ইবনে সিনান (রাঃ)এর হিজরত

হযরত সোহাইব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হইয়াছে। দুইটি প্রস্তরময় ময়দানের মধ্যবর্তী একটি লবণাক্ত স্থান। উক্ত স্থান সম্ভবতঃ হাজর অথবা ইয়াসরাব হইবে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় চলিয়া গেলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। আমারও তাঁহার সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কোরাইশের কতিপয় যুবক আমার জন্য বাধা হইল। আমি সেই রাত্রে দাঁড়াইয়া কাটাইলাম, মোটেও বসি নাই। তাহারা আমাকে পাহারা দিতেছিল। (আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া) তাহারা বলাবলি করিল যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পেটের রোগে লিপ্ত করিয়া তোমাদিগকে নিশ্চিন্ত করিয়া দিয়াছেন। (সে এখন কোথাও যাইতে পারিবে না। কাজেই তোমাদের পাহারার প্রয়োজন নাই।) অথচ আমার কোন পেটের রোগ ছিল না। তাহারা (আমাকে অসুস্থ ভাবিয়া) ঘুমাইয়া পড়িল। আমি সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। আমি রওয়ানা হইতেই তাহাদের কিছুলোক আমার নিকট পৌঁছিয়া গেল। আমাকে ফেরৎ লইয়া যাওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমাদিগকে কয়েক উকিয়া স্বর্ণ দিব এইশর্তে যে, তোমরা আমার পথ ছাড়িয়া দিবে এবং এই অঙ্গীকার পালন করিবে। তাহারা একমত হইল। সুতরাং আমি তাহাদের পিছনে পিছনে মক্কা আসিলাম এবং বলিলাম, দরজার চৌকাঠের নিচে

www.BANGLAKITAB.com

খনন কর, সেখানে কয়েক উকিয়া স্বর্ণ আছে। আর অমুক মহিলার নিকট যাও, তাহার নিকট দুই জোড়া কাপড় আছে লইয়া লও। অতঃপর আমি সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া কোবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি তখনও কোবা হইতে মদীনার দিকে রওয়ানা হন নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিয়া বলিলেন, হে আবু ইয়াহইয়া, (তোমার) ব্যবসা বড় লাভজনক হইয়াছে। (অর্থাৎ স্বর্ণ ও কাপড়ের বিনিময়ে হিজরতের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছ।) আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পূর্বে তো আপনার নিকট কেহ আসে নাই। নিশ্চয় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামই আপনাকে জানাইয়াছেন। (বিদায়াহ)

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলেন, হযরত সোহাইব (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবার পর কোরাইশের একদল মুশরিক তাহার অনুসরণ করিল। (তাহারা নিকটবর্তী হইলে) তিনি সওয়ারী হইতে নামিয়া তূনীর হইতে তীর বাহির করিয়া বলিলেন, হে কোরাইশগণ, তোমাদের জানা আছে যে, আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। আল্লাহর কসম, আমার তূণীরে একটি তীর অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত তোমরা আমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। তীর শেষ হইবার পর আমার হাতে যতক্ষণ তলোয়ার থাকিবে আমি উহা দ্বারা তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে থাকিব। তারপর তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় করিও। আর যদি তোমরা বল, তবে আমি মক্কায় আমার সম্পদের সন্ধান বলিয়া দিব, তোমরা (তাহা লইয়া লও এবং) আমার পথ ছাড়িয়া দাও। তাহারা বলিল, ঠিক আছে। এই কথার উপর তাহাদের সন্ধি হইয়া গেলে তিনি তাহাদিগকে নিজের সম্পদের সন্ধান বলিয়া দিলাম। আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনার উপর আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরআনের এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ –

অর্থ ঃ আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদেরকে বিক্রয় করে, আল্লাহ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি বড়ই মেহেরবান।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সোহাইব (রাঃ)কে দেখিবামাত্রই বলিলেন, হে আবু ইয়াহইয়া, (তোমার) ব্যবসা বড় লাভজনক হইয়াছে, আবু ইয়াহইয়া, (তোমার) ব্যবসা বড় লাভজনক হইয়াছে। তারপর তাহাকে কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন।

(কানযুল উম্মান)

হযরত ইকরিমা (রহঃ) বলেন, হযরত সোহাইব (রাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবার পর মক্কাবাসীগণ তাহাকে অনুসরণ করিল। তিনি তূনীর হইতে চল্লিশটি তীর বাহির করিয়া বলিলেন, আমি যতক্ষণ না তোমাদের প্রত্যেকের শরীরে এক একটি করিয়া তীর বিদ্ধ করিব ততক্ষণ তোমরা আমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। তীর শেষ হইবার পর আমি তলোয়ার ধারণ করিব। তোমরা জান, আমি একজন বীরপুরুষ। (অথবা তোমরা এমনও করিতে পার যে,) মক্কায় আমি দুইটি দাসী ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহাদেরকে তোমরা লইয়া লও (এবং আমাকে ছাড়িয়া দাও)।

হযরত আনাস (রাঃ)ও অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সোহাইব (রাঃ)এর এই ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই আয়াত নাযিল হইয়াছে—

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ –

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, হে আবু ইয়াহইয়া, '(তোমার) ব্যবসা লাভজনক হইয়াছে' এবং তাহাকে উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন।

www.BANGLAKITAB.com

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সোহাইব (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি মক্কা হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজরত করিবার ইচ্ছা করিলে কোরাইশগণ বলিল, তুমি যখন (রোম দেশ হইতে) আমাদের এখানে আসিয়াছিলে তখন তোমার কোন অর্থসম্পদ ছিল না। আর এখন তুমি তোমার অর্থসম্পদ লইয়া (মক্কা হইতে) চলিয়া যাইবে। আল্লাহর কসম কখনও এরূপ হইতে পারিবে না। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, আচ্ছা বল, যদি আমি আমার অর্থসম্পদ তোমাদিগকে প্রদান করি তবে কি তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দিবে? তাহারা বলিল, হাঁ। অতএব আমি তাহাদিগকে আমার অর্থসম্পদ দিয়া দিলাম, আর তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিল। আমি সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া মদীনা চলিয়া আসিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি দুইবার বলিলেন, সোহাইবের অনেক লাভ হইয়াছে, সোহাইবের অনেক লাভ হইয়াছে।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর হিজরত

হযরত মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যখন (মক্কায় অবস্থিত) তাহার সেই ঘরের নিকট দিয়া যাইতেন, যেখান হইতে তিনি হিজরত করিয়া মদীনায় গিয়াছিলেন, তখন তিনি আপন চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া লইতেন। উহার প্রতি তাকাইতেন না এবং কখনও সেই ঘরে উঠিতেন না। অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করিতেন, কাঁদিতেন এবং যখনই (মক্কায় অবস্থিত) নিজের ঘরের নিকট দিয়া যাইতেন, চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া লইতেন। (এসাবাহ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)এর হিজরত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যাহারা হিজরত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অবশিষ্ট সর্বশেষ ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) ছিলেন। (প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)এর নহে বরং তাহার ভাই হযরত আব্দ ইবনে জাহাশ (রাঃ)এর ঘটনা। ইহাই সঠিক, যাহার বর্ণনা সামনে আসিতেছে।) তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। যখন তিনি হিজরতের পাকা সিদ্ধান্ত করিলেন তখন তাহার স্ত্রী আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ইবনে উমাইয়ার মেয়ের নিকট তাহা পছন্দ হইল না এবং তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট হিজরত করিবার পরামর্শ দিতে লাগিল। কিন্তু তিনি (এই পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া) নিজের পরিবার ও মাল–সম্পদ লইয়া কোরাইশ হইতে গোপনে হিজরত করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মদীনায় চলিয়া আসিলেন। (তাহার শ্বশুর) আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (ক্রুদ্ধ হইয়া) সঙ্গে সঙ্গে মক্কায় অবস্থিত হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ)এর ঘরখানা বিক্রয় করিয়া দিল। তারপর একদিন আবু জেহেল ইবনে হিশাম, ওতবা ইবনে রাবীআহ, শাইবা ইবনে রাবীআহ, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ও হোয়াইতিব ইবনে আব্দিল ওয্যা সেই ঘরের নিকট দিয়া যাইতেছিল। সেখানে কিছু লবণ মাখানো কাঁচা চামড়া রাখা ছিল। ঘরের এই দৃশ্য দেখিয়া ওতবার চোখে পানি আসিল এবং সে এই কবিতা আবৃত্তি করিল—

وَ كُلُّ دَارٍ وَ اِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهَا
يَوْمًا سَتُدْرِكُهَا النَّكْبَاءُ وَالْحَوْبُ

অর্থ ঃ প্রত্যেক ঘর দীর্ঘকাল আবাদ থাকিলেও একদিন না একদিন সেখানে বাতাস খেলিবে এবং তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

আবু জেহেল হযরত আব্বাস (রাঃ)এর প্রতি চাহিয়া বলিল, এই

WWW.BANGLAKITAB.COM

সকল মূসীবত (হে বনু হাশিম) তোমরাই আমাদের উপর টানিয়া আনিয়াছ।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করিলেন তখন হযরত আবু আহমাদ (আব্দ ইবনে জাহাশ) (রাঃ) দাঁড়াইয়া আপন ঘরের দাবী জানাইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে বলিলে তিনি তাহাকে একদিকে সরাইয়া লইয়া গেলেন (এবং আখেরাতে পাইবার আশ্বাস দিলেন)। অতএব হযরত আবু আহমাদ চুপ হইয়া গেলেন (এবং দাবী ছাড়িয়া দিলেন)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতের উপর ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, আর হযরত আবু আহমাদ (রাঃ) এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন—

حَبَّذَا مَكَّةُ مِنْ وَادِىْ بِهَا اَمْشِىْ بِلَاهَادِىْ

অর্থ ঃ মক্কার সমতলভূমি কতই না প্রিয়! সেখানে আমি কাহারো পথ দেখানো ছাড়াই চলিতে পারি।

بِهَايَكْثُرُ عُوَّادِىْ بِهَاتُرْكَزُ اَوْتَادِىْ

অর্থ ঃ সেখানে আমার শুশ্রুষাকারী অনেক রহিয়াছে, সেখানে আমার (সম্মানের) বহু খুটা প্রথিত আছে।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, হযরত আবু সালামা (রাঃ)এর পর মুহাজিরীনদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আমের ইবনে রাবীআহ ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) মদীনা আসিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) নিজের পরিবার ও ভাই হযরত আব্দ আবু আহমাদ (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। হযরত আবু আহমাদ (রাঃ) অন্ধ ছিলেন, কিন্তু মক্কায় উপরে নীচে সর্বত্র পথ দেখাইবার কোন লোক ছাড়াই চলিতে পারিতেন। তিনি একজন কবিও ছিলেন। তাহার স্ত্রী ছিলেন হযরত রিফাআহ

বিনতে আবি সুফিয়ান ইবনে হাবর (রাঃ) এবং তাহার মা ছিলেন হযরত উমাইমাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম (রাঃ)। (হিজরতের দরুন) বনু জাহাশ খান্দানের ঘরগুলিতে তালা লাগিয়া গিয়াছিল। ওতবা সেই ঘরগুলির নিকট দিয়া গেল। বর্ণনাকারী পরবর্তী অংশ পূর্ব বর্ণিত ঘটনা অনুসারে উল্লেখ করিয়াছেন। সেহেতু সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত হাদীসে হযরত আবু আহমাদের নাম ছুটিয়া গিয়াছে অথবা আব্দুল্লাহ শব্দটি ভুলে লেখা হইয়াছে। আব্দ ইবনে জাহাশ হওয়াই সঠিক, কারণ আব্দ ইবনে জাহাশ (রাঃ)ই অন্ধ ছিলেন। তাহার ভাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) অন্ধ ছিলেন না। আর এই হযরত আবু আহমাদ ইবনে জাহাশ (রাঃ) আপন খান্দানের হিজরত উপলক্ষে নিম্নবর্ণিত কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন—

وَلَمَّا رَأَتْنِى اُمُّ اَحْمَدَ غَادِيًا # بِذِمَّةِ مَنْ اَخْشَى بِغَيْبٍ وَأَرْهَبُ

অর্থ ঃ যখন (আমার স্ত্রী) উম্মে আহমাদ দেখিল যে, আমি সেই পাক যাতের উপর ভরসা করিয়া হিজরত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি যাহাকে আমি না দেখিয়া ভয় করি।

تَقُوْلُ فَاِمَّا كُنْتَ لَابُدَّفَاعِلًا # فَيَمِّمْ بِنَاالْبُلْدَانَ وَلْتَنْأَيَثْرِبُ

তখন বলিতে লাগিল, যদি তোমাকে হিজরত করিতেই হয় তবে আমাদিগকে অন্য কোন শহরে লইয়া চল, ইয়াস্রাব দূরেই থাক।

فَقُلْتُ لَهَا مَا يَثْرِبُ بِمَظِنَّةٍ # وَمَا يَشَأِ الرَّحْمٰنُ فَالْعَبْدُ يَرْكَبُ

আমি তাহাকে বলিলাম, ইয়াস্রাব তো কোন খারাপ জায়গা নহে এবং রহমান যাহা চাহেন বান্দা তাহাই করে।

اِلَى اللّٰهِ وَجْهِىْ وَالرَّسُوْلِ وَ مَنْ يُّقِمْ # اِلَى اللّٰهِ يَوْمًا وَ جْهُهُ لَا يُخَيَّبُ

আমি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি মুখ করিয়াছি, আর যে ব্যক্তি একদিনের জন্যও আল্লাহর দিকে মুখ করিবে সে কখনও বঞ্চিত হইবেনা।

www.BANGLAKITAB.com

فَكَمْ قَدْتَرَكْنَا مِنْ حَمِيْمٍ مُنَا صِحٍ # وَنَاصِحَةٍ تَبْكِىْ بِدَمْعٍ وَ تَنْدُبُ

আমরা কতই না অন্তরঙ্গ ও হিতাকাঙ্খী বন্ধু ও হিতৈষিণী মহিলা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছি যাহারা (আমাদের বিরহে) অশ্রু বিসর্জন দিতেছিল এবং বিলাপ করিতেছিল।

تَرَى اَنَّ وَتْرًا نَأْيُنَا عَنْ بِلَادِنَا # وَ نَحْنُ نَرَى اَنَّ الرَّغَائِبَ نَطْلُبُ

সে সকল মহিলাগণ ধারণা করিতেছিল যে, আপন দেশ হইতে দূরে যাওয়া আমাদের জন্য ধ্বংসের কারণ হইবে, আর আমরা ভাবিতেছিলাম, আমরা পছন্দনীয় আজর ও সওয়াবের তালাশে যাইতেছি।

دَعَوْتُ بَنِى غَنْمٍ لِحَقْنِ دِمَا ئِهِمْ # وَلِلْحَقِّ لَمَّا لَاحَ لِلنَّاسِ مَلْحَبُ

যখন লোকদের জন্য প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত হইল তখন আমি বনুগণমকে তাহাদের খুনের হেফাজত ও সত্যের দাওয়াত দিয়াছি।

اَجَابُوْا بِحَمْدِ اللّٰهِ لَمَّا دَعَاهُمْ # اِلَى الْحَقِّ دَاعٍ وَالنَّجَاحِ فَاَوْعَبُوْا

যখন দাওয়াত প্রদানকারী সত্য ও সফলতার দাওয়াত প্রদান করিল তখন আল হামদুলিল্লাহ তাহারা তাহা গ্রহণ করিল এবং জেহাদের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

وَكُنَّا وَاَصْحَابًا لَنَا فَارَقُوا الْهُدَى # اَعَانُوْا عَلَيْنَا بِالسِّلَاحِ وَاَجْلَبُوْا

كَفَوْجَيْنِ اَمَّا مِنْهُمَا فَمُوَفَّقٌ # عَلَى الْحَقِّ مَهْدِىٌّ وَ فَوْجٌ مُعَذَّبُ

আমাদের কতিপয় সঙ্গী হেদায়াতকে পরিত্যাগ করিয়াছে এবং তাহারা একজোট হইয়া আমাদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাইয়াছে। আমাদের ও তাহাদের দৃষ্টান্ত সেই দুই সৈন্যদলের ন্যায় যাহাদের একদল সত্যের তৌফিক পাইয়াছে এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত হইয়াছে, আর অপরদলের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হইয়াছে।

طَغَوْا وَتَمَنَّوْا كَذْبَةً وَّاَزَلَّهُمْ # عَنِ الْحَقِّ اِبْلِيْسٌ فَخَابُوْا وَ خُيِّبُوْا

তাহারা অবাধ্য হইয়াছে এবং মিথ্যা আশা করিয়াছে, আর ইবলীস তাহাদিগকে সত্য হইতে বিচলিত করিয়াছে। অতএব তাহারা হারাইয়াছে এবং বঞ্চিত হইয়াছে।

وَرُعْنَا اِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ # فَطَابَ وُلَاةُ الْحَقِّ مِنَّا وَطُيِّبُوْا

আমরা হযরত নবী করীম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মান্য করিয়াছি। অতএব আমাদের যাহারা সত্যের সাহায্যকারী হইয়াছে তাহারা উত্তম হইয়াছে এবং (আল্লাহর পক্ষ হইতে) তাহাদিগকে উত্তম বানানো হইয়াছে।

نَمُتُّ بِاَرْحَامٍ اِلَيْهِمْ قَرِيْبَةٍ # وَلَاقُرْبَ بِالْاَرْحَامِ اِذْلَاتُقَرَّبُ

নিকট আত্মীয়তার মাধ্যমে আমরা তাহাদের নিকটে হইতে চাহিতেছি, কিন্তু যখন আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করা হয় না তখন নিকটেও হওয়া যায় না।

فَاَىُّ ابْنِ اُخْتٍ بَعْدَنَا يَاْمَنَنَّكُمْ # وَاَيَّةُ صِهْرٍ بَعْدَصِهْرِىَ تُرْقَبُ

অতএব আমাদের পর কোন বোনপো তোমাদের হাত হইতে নিরাপদ থাকিবে, আর আমার জামাতা সম্পর্কের পর কোন জামাতা সম্পর্কের খেয়াল করা হইবে।

سَتَعْلَمُ يَوْمًا اَيُّنَا اِذْتَزَايَلُوْا # وَزُيِّلَ اَمْرُالنَّاسِ لِلْحَقِّ اَصْوَبُ

যেদিন মানুষ পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে (অর্থাৎ মুমিনগণ একদিকে ও কাফেরগণ একদিকে) এবং লোকদের বিষয় পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে (অর্থাৎ কে হকের উপর ছিল, কে বাতিলের উপর ছিল) সেদিন তোমরা বুঝিতে পারিবে আমাদের মধ্যে কাহারা হককে সঠিক গ্রহণ করিতে পারিয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত যামরা ইবনে আবুল ঈস অথবা ইবনে ঈস (রাঃ)এর হিজরত

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল—

لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ

অর্থ ঃ গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান যাহাদের কোন সঙ্গত ওযর নাই এবং ঐ মুসলমান যাহারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে সমান নহে।

তখন মক্কার দরিদ্র ও সামর্থ্যহীন মুসলমানগণ এই আয়াতের দ্বারা বুঝিলেন যে, (জেহাদ যাওয়া উত্তম হইলেও) তাহাদের জন্য মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি রহিয়াছে।

তারপর এই আয়াত নাযিল হইল—

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ –

অর্থ ঃ নিশ্চয় যখন ফেরেশতাগণ এইরূপ লোকদের রূহ কবয করেন যাহারা (ক্ষমতা থাকা সত্বেও হিজরত না করিয়া) নিজেদের উপর জুলুম করিয়া রাখিয়াছিল তখন ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে বলিবেন, তোমরা (দ্বীনের কোন্) কোন্ কর্মে ছিলে? তাহারা বলিবে, আমরা যমিনে অসহায় দুর্বল ছিলাম। ফেরেশতাগণ বলিবেন, আল্লাহর যমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশ ছাড়িয়া তথায় চলিয়া যাইতে? অতএব তাহাদের ঠিকানা হইবে জাহান্নাম, আর উহা অতি নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।

এই আয়াত নাযিল হইবার পর সামর্থ্যহীন মুসলমানগণ বলিলেন, ইহা তো অন্তর কাঁপানো আয়াত। (অর্থাৎ এই আয়াতে হিজরত করা জরুরী বুঝাইতেছে।) অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইল—

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا –

অর্থ ঃ কিন্তু যে সকল পুরুষ নারী এবং শিশু (হিজরত করিতে) এমন অক্ষম যে, তাহারা কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পারে না এবং পথ সম্পর্কেও জ্ঞাত নহে। (এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যে সকল মুসলমান অক্ষম তাহাদের উপর হিজরত ফরয নয় এবং তাহাদের জন্য মক্কায় অবস্থানের অনুমতি রহিয়াছে।)

অতএব এই আয়াত নাযিল হইবার পর বনু লাইস গোত্রের হযরত যামরা ইবনে ঈস (রাঃ) যিনি দৃষ্টিহীন এবং বিত্তশালী ছিলেন, তিনি বলিলেন, আমি দৃষ্টিহীন হইলেও আমার নিকট অর্থ ও গোলাম রহিয়াছে। অতএব আমি চেষ্টা করিতে পারি। আমাকে সওয়ারীর উপর আরোহণ করাইয়া দাও। তাহাকে সওয়ারীর উপর বসাইয়া দেওয়া হইল। তিনি অসুস্থ ছিলেন। ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। তানঈম নামক স্থানে পৌঁছিবার পর তাঁহার ইন্তেকাল হইয়া গেল এবং মসজিদে তানঈমের নিকট তাহাকে দাফন করা হইল। অতঃপর বিশেষভাবে তাহারই সম্পর্কে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল—

وَ مَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ –

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ হইতে এই উদ্দেশ্যে বহির্গত হয় যে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকে হিজরত করিবে। অতঃপর তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয় তথাপিও আল্লাহর নিকট তাহার সওয়াব সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে, আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত যামরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) যখন নিজ ঘর হইতে হিজরতের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন, তখন তিনি আপন পরিবারবর্গকে বলিলেন, আমাকে সওয়ারীর উপর বসাইয়া দাও এবং মুশরিকদের যমিন হইতে বাহির করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে রওয়ানা করিয়া দাও। সুতরাং তিনি রওয়ানা হইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিবার পূর্বেই ইন্তেকাল করিলেন। তাহার সম্পর্কে ওহী নাযিল

www.BANGLAKITAB.com

হইল—

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا –

হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাঃ)এর হিজরত

হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাঃ) বলেন, আমি ঘর হইতে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হইলাম। তিনি নামাযে রত ছিলেন। আমিও শেষ কাতারে দাঁড়াইয়া গেলাম এবং মুসলমানদের ন্যায় নামায পড়িলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিয়া যখন শেষ কাতারে আমার নিকট আসিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য আসিয়াছ? আমি বলিলাম, মুসলমান হইবার জন্য আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, ইহা তোমার জন্য উত্তম হইবে। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি হিজরত করিবে? আমি বলিলাম, জ্বী হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ধরণের হিজরত করিবে, হিজরতে বাদী না হিজরতে বাকি? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন হিজরত উত্তম হইবে? তিনি বলিলেন, হিজরতে বাকি। অতঃপর তিনি বলিলেন, হিজরতে বাকি হইল এই যে, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (মদীনায়) থাকিয়া যাও। আর হিজরতে বাদী হইল, তুমি তোমার গ্রামে ফিরিয়া যাও (এবং সেখানে থাক)। তিনি আরো বলিলেন, অসুবিধায়–সুবিধায়, ইচ্ছায়–অনিচ্ছায় ও অন্যকে তোমার উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হইলেও তোমাকে মানিয়া চলিতে হইবে। আমি বলিলাম, ঠিক আছে। তিনি (বাইআতের জন্য) হাত বাড়াইলেন এবং আমিও বাইআত হইবার জন্য হাত বাড়াইলাম। তিনি যখন দেখিলেন, আমি নিজের জন্য কোন প্রকার সুবিধা গ্রহণ করিতেছি না,

তখন তিনি আমাকে (স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে) বলিলেন, যতখানি তোমার দ্বারা সম্ভব হয়। আমি বলিলাম, যতখানি আমার দ্বারা সম্ভব হয়। অতঃপর তিনি আমার হাত নিজের হাতে ধারণ (করিয়া আমাকে বাইআত) করিলেন। (কানযুল উম্মাল)

বনু আসলাম গোত্রের হিজরত

হযরত ইয়াস ইবনে সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ) বলেন, বনু আসলাম গোত্রের লোকদের এক প্রকার বেদনা হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে বনু আসলাম, তোমরা গ্রামে চলিয়া যাও। বনু আসলামের লোকেরা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা গ্রামে ফেরৎ চলিয়া যাওয়াকে পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা আমাদের গ্রামবাসী, আর আমরা তোমাদের শহরবাসী। যখন তোমরা আমাদিগকে ডাকিবে, আমরা তোমাদের ডাকে সাড়া দিব এবং আমরা যখন তোমাদিগকে ডাকিব, তোমরা আমাদের ডাকে সাড়া দিবে। তোমরা যেখানেই থাকিবে মুহাজির গণ্য হইবে। (কানযুল উম্মাল)

হযরত জুনাদাহ ইবনে আবি উমাইয়া (রাঃ)এর হিজরত

হযরত জুনাদাহ ইবনে আবি উমাইয়া আযদী (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হিজরত করিয়াছি। পরে আমাদের মধ্যে হিজরতের ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিল। কেহ বলিল, হিজরত শেষ হইয়া গিয়াছে এবং কেহ বলিল, হিজরত এখনও শেষ হয় নাই। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যতক্ষণ কাফেরদের সহিত জেহাদ চলিতে থাকিবে ততক্ষণ হিজরত শেষ হইবে না। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দী (রাঃ) বলেন, আমি বনু সা'দ ইবনে বকর গোত্রের সাত অথবা আট জনের প্রতিনিধি দলের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হইলাম। আমি তাহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম। আমাকে তাহাদের উট ইত্যাদি সামানের পাহারায় রাখিয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং নিজেদের প্রয়োজনীয় কথা–বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া লইল। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমার প্রয়োজন সম্পর্কে বলুন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার প্রয়োজন কি? আমি বলিলাম, কিছুলোক বলিতেছে হিজরত শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, প্রয়োজন হিসাবে তুমিই তাহাদের অপেক্ষা উত্তম, অথবা বলিয়াছেন, তোমার প্রয়োজন তাহাদের প্রয়োজন অপেক্ষা উত্তম। যতক্ষণ কাফেরদের সহিত জেহাদ চলিতে থাকিবে হিজরত শেষ হইবে না।

হযরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাঃ) ও অন্যান্যদের হিজরত সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাঃ) মক্কার উঁচু এলাকায় ছিলেন। তাহাকে কেহ বলিল, যে ব্যক্তি হিজরত করে নাই, তাহার দ্বীন নাই। (অর্থাৎ তাহার দ্বীন পরিপূর্ণ হয় নাই।) তিনি এই কথা শুনিয়া বলিলেন, আমি মদীনা না যাওয়া পর্যন্ত ঘরে যাইব না। অতএব তিনি মদীনা পৌঁছিলেন এবং হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)এর নিকট উঠিলেন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু ওহব, কেন আসিয়াছ? হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বলিলেন, আমাকে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি হিজরত করে নাই, দ্বীনে (ইসলামে) তাহার কোন অংশ

নাই। তিনি বলিলেন, হে আবু ওহব, তুমি মক্কার প্রস্তরময় ময়দানে ফিরিয়া যাও এবং তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান কর। (মক্কা হইতে মদীনায়) হিজরত তো শেষ হইয়া গিয়াছে, তবে জিহাদ ও (জেহাদের) নিয়ত অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতএব তোমাদিগকে যদি (আল্লাহর রাস্তায়) বাহির হওয়ার জন্য আহবান করা হয়, তবে তোমরা বাহির হইও।

হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, হযরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাঃ)কে বলা হইল যে, যাহার হিজরত নাই সে ধ্বংস হইয়াছে। হযরত সাফওয়ান (রাঃ) কসম করিয়া বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি আপন মাথা ধুইবেন না। অতএব তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া রওয়ানা হইলেন। মদীনায় পৌঁছিয়া মসজিদের দ্বারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাত হইল। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি হিজরত করে নাই, সে ধ্বংস হইয়াছে। আমি এই কথা শুনিয়া কসম করিয়াছি, আপনার খেদমতে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আপন মাথা ধুইব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সাফওয়ান ইসলাম সম্পর্কে শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে উহাকে আপন দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। হিজরত তো মক্কা বিজয়ের পর শেষ হইয়া গিয়াছে, তবে জেহাদ ও (উহার) নিয়ত অবশিষ্ট রহিয়াছে। যখন তোমাদিগকে (আল্লাহর রাস্তায়) বাহির হওয়ার জন্য আহবান করা হয়, তখন বাহির হইয়া পড়িও।

হযরত সালেহ ইবনে বশীর ইবনে ফুদাইক (রহঃ) বলেন, তাহার দাদা হযরত ফুদাইক (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, লোকেরা বলে, যে ব্যক্তি হিজরত করে নাই সে ধ্বংস হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ফুদাইক, নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর, খারাপ কাজ পরিত্যাগ কর এবং আপন কাওমের এলাকায় যেখানে ইচ্ছা বাস কর, তুমি মুহাজির গণ্য হইবে।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওবাইদ ইবনে ওমায়ের লাইসী (রহঃ)এর সঙ্গে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। আমরা তাঁহাকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, এখন আর হিজরত (এর হুকুম) নাই। (হিজরতের হুকুম তখন ছিল) যখন দ্বীনের ব্যাপারে ফেতনা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হইবার ভয়ে মুসলমান আপন দ্বীন লইয়া আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পালাইয়া যাইত। আজ তো আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। এখন মুসলমান যেখানে ইচ্ছা আপন রব্বের এবাদত করিতে পারে। অবশ্য জেহাদ ও (উহার) নিয়ত অবশিষ্ট রহিয়াছে।

মহিলা ও শিশুদের হিজরত

নবী করীম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পরিবারবর্গের হিজরত

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের সময় আমাদিগকে এবং তাঁহার কন্যাগণকে (মক্কায়) রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি (মদীনায় যাইয়া) স্থির হইবার পর হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)এর সহিত তাঁহার গোলাম আবু রাফে' (রাঃ)কে দুইটি উট সহ প্রেরণ করিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট হইতে অতিরিক্ত পাঁচশত দেরহামও লইয়া দিলেন যেন প্রয়োজন হইলে সাওয়ারীর জন্য উট খরিদ করিয়া লইতে পারেন। এই দুইজনের সঙ্গে হযরত আবু বকর (রাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইকিত (রাঃ)কেও দুই অথবা তিনটি উট দিয়া প্রেরণ করিলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে একখানা পত্র লিখিয়া দিলেন যে, আমার মা উম্মে রেমান (রাঃ) ও আমার বোন অর্থাৎ হযরত যুবাইর (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত আসমা (রাঃ) সহ আমাকে যেন এই সওয়ারীতে বসাইয়া পাঠাইয়া

দেন। অতএব এই তিন জন (মদীনা) হইতে একসঙ্গে রওয়ানা হইলেন। কুদাইদ নামক স্থানে পৌঁছিয়া হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) পাঁচ শত দেরহাম দ্বারা আরো তিনটি উট খরিদ করিলেন। অতঃপর তাহারা এক সঙ্গে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। মক্কায় প্রবেশ করিয়া হযরত তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ (রাঃ)এর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনিও হিজরত করিতে চাহিতেছিলেন। তারপর তাহারা সকলেই একসঙ্গে (মক্কা হইতে) রওয়ানা হইলেন। হযরত যায়েদ ও হযরত আবু রাফে' (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ), হযরত উম্মে কুলসূম (রাঃ) ও হযরত সাওদা বিনতে যামআ (রাঃ)কে লইয়া রওয়ানা হইলেন এবং হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত উম্মে আইমান ও হযরত উসামা (রাঃ)কেও একটি উটের উপর বসাইয়া লইলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা যখন বাইদা নামক স্থানে পৌঁছিলাম তখন আমার উট অস্থিরভাবে ছুটিতে আরম্ভ করিল। আমি ও আমার মা উটের উপর একই হাওদাতে ছিলাম। আমার মা (আতঙ্কিত হইয়া) বলিতে লাগিলেন, হায় আমার মেয়ে! হায় আমার দুলহান! (হিজরতের পূর্বেই যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বিবাহ হইয়া গিয়াছিল সেহেতু তাহাকে দুলহান বলিয়াছেন।) অবশেষে হারশা নামক গিরিপথ পার হইয়া যাওয়ার পর আমাদের উট আয়ত্তে আসিল। আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে (দুর্ঘটনা) হইতে বাঁচাইলেন। অতঃপর আমরা মদীনা পৌঁছিলাম। আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট উঠিলাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ তাঁহার নিকট উঠিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সময় নিজের মসজিদ ও উহার সংলগ্ন ঘর নির্মাণ করিতেছিলেন। সেই ঘরগুলিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পরিবারবর্গকে রাখিয়াছিলেন। এইভাবে আমাদের কিছুদিন কাটিল। অতঃপর বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা (রাঃ)এর রুখসতী (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে উঠা) সম্পর্কে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা

www.BANGLAKITAB.com

করিয়াছেন। (ইস্তীআব)

হাইসামী হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে উক্ত হাদীসে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবার পর পথে একটি দুর্গম গিরিপথ অতিক্রমকালে আমার উটটি অত্যন্ত অস্থিরভাবে ছুটিতে আরম্ভ করিল। আল্লাহর কসম, আমি আমার মায়ের সেই সময়ের কথা কখনও ভুলিব না। তিনি বলিতেছিলেন, হায় আমার ছোট্ট দুলহান! উট তখনও অস্থিরভাবে ছুটিতেছিল। ইতিমধ্যে আমি শুনিতে পাইলাম, কেহ বলিতেছে, উটের লাগাম নিচে ফেলিয়া দাও। আমি লাগাম নিচে ফেলিয়া দিলে উট থামিয়া গেল এবং এমনভাবে স্বস্থানে দাঁড়াইয়া ঘুরিতে লাগিল, যেন নিচে কেহ তাহার লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত যায়নাব (রাঃ) বলেন, আমি হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলাম, এমন সময় হিন্দ বিনতে ওতবা আমার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর বেটি, তুমি কি মনে কর, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছে নাই যে, তুমি তোমার পিতার নিকট যাইতে চাহিতেছ? আমি বলিলাম, আমার তো এরূপ ইচ্ছা নাই। হিন্দ বলিল, হে আমার চাচাত বোন, এমন করিও না, তোমার যদি সফরের কোন জিনিষের প্রয়োজন থাকে বা তোমার পিতার নিকট যাইতে কোন খরচের প্রয়োজন হয় তবে আমি তোমার এই প্রয়োজন পূরণ করিতে পারি। তুমি আমার নিকট গোপন করিও না, কারণ পুরুষদের মধ্যেকার ঝগড়া বিবাদ মেয়েদের মধ্যে থাকে না। হযরত যায়নাব (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, সে যাহা বলিয়াছিল তাহা সত্যই করিবে বলিয়া আমার ধারণা ছিল, কিন্তু তথাপি আমি তাহার সম্পর্কে ভীত হইলাম এবং তাহার নিকট হিজরতের ইচ্ছা অস্বীকারই করিলাম।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, হযরত যায়নাব (রাঃ) হিজরতের জন্য

প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকিলেন। প্রস্তুতি শেষ হইবার পর তাহার দেবর কেনানা ইবনে রাবী' একটি উট লইয়া আসিলেন। তিনি উহাতে আরোহণ করিবার পর কেনানা নিজের ধনুক ও তূনীর লইয়া প্রকাশ্য দিবালোকে তাহার উট টানিয়া লইয়া চলিলেন। হযরত যায়নাব (রাঃ) উটের উপর হাওদায় বসিয়াছিলেন। (তাঁহার এইভাবে প্রকাশ্যে) চলিয়া যাওয়ার ব্যাপারে কোরাইশের কতিপয় লোকের মধ্যে আলোচনা হইল এবং তাহারা হযরত যায়নাব (রাঃ)এর সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। অবশেষে যিতুওয়া নামক স্থানে তাহাকে পাইয়া গেল। হাব্বার ইবনে আসওয়াদ ফিহরী সর্বাগ্রে তাহার নিকট পৌঁছিয়া বর্শা দ্বারা তাহাকে ভয় দেখাইল। তিনি হাওদার উপর বসিয়াছিলেন। বর্ণনাকারীগণ বলেন, তিনি গর্ভবতী ছিলেন। এই অবস্থায় তাহার গর্ভপাত হইয়া গেল। তাহার দেবর কেনানা হাঁটুগাড়িয়া বসিয়া গেলেন এবং আপন তূনীর হইতে সমস্ত তীর সামনে ঢালিয়া লইলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমাদের যে কেহ আমার নিকট আসিবে আমি অবশ্যই তাহার শরীরে একটি করিয়া তীর বিদ্ধ করিব। লোকজন এই অবস্থা দেখিয়া পিছু হটিয়া গেল। আবু সুফিয়ান কোরাইশের নেতৃস্থানীয় লোকদের লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, ওহে, তোমার তীর নিক্ষেপ একটু থামাও, আমরা তোমার সহিত কথা বলিতে চাই। কেনানা থামিয়া গেলে আবু সুফিয়ান সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, তুমি এই মহিলাকে লইয়া প্রকাশ্যে সকলের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছ। তোমার এরূপ করা ঠিক হয় নাই। কারণ তুমি তো জান, (তাহার পিতা) (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দরুন আমাদের কি পরিমাণ কষ্ট মুসীবত সহ্য করিতে হইয়াছে। তুমি যখন তাঁহার মেয়েকে আমাদের মধ্য হইতে প্রকাশ্যে সকলের সম্মুখ দিয়া লইয়া যাইবে তখন লোকেরা ধারণা করিবে যে, আমাদের অপদস্থতা ও দুর্বলতার দরুন এমন হইয়াছে। আমার জীবনের কসম, তাহাকে আপন পিতার নিকট যাইতে বাধা দেওয়ার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আর না আমরা তাহার নিকট

www.BANGLAKITAB.com

হইতে কোনরূপ প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা রাখি। অতএব তুমি এখন মহিলাকে ফেরৎ লইয়া চল। তারপর যখন শোরগোল থামিয়া যাইবে এবং লোকেরা বলিবে যে, আমরা (হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) মেয়েকে ফেরৎ লইয়া আসিয়াছি তখন তুমি গোপনে তাহাকে লইয়া যাইও এবং তাহার পিতার নিকট পৌঁছাইয়া দিও। অবশেষে কেনানা তাহাই করিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত যায়নাব (রাঃ)কে লইয়া মক্কা হইতে রওয়ানা হইল। কোরাইশের দুই ব্যক্তি তাহাকে যাইয়া ধরিয়া ফেলিল এবং উভয়ে উক্ত ব্যক্তির উপর আক্রমণ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিল। তাহারা উভয়ে হযরত যায়নাব (রাঃ)কে ধাক্কা দিলে, তিনি একটি পাথরের উপর পড়িয়া গেলেন এবং তাহার গর্ভপাত হইয়া রক্তক্ষরণ হইতে লাগিল। লোকেরা তাহাকে আবু সূফিয়ানের নিকট লইয়া গেল। বনু হাশিমের মেয়েরা হযরত যায়নাব (রাঃ)এর এই সংবাদ পাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলে আবু সুফিয়ান হযরত যায়নাব (রাঃ)কে তাহাদের নিকট দিয়া দিলেন। কিছুদিন পর হযরত যায়নাব (রাঃ) হিজরত করিয়া (মদীনায় পৌঁছিয়া) গেলেন। সেখানে পৌঁছার পরও তিনি সর্বদা অসুস্থ রহিলেন এবং এই অসুস্থাবস্থায়ই তাঁহার ইন্তেকাল হইল। মুসলমানগণ সকলেই তাহাকে শহীদ মনে করিতেন। (তাবারানী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হইতে মদীনায় চলিয়া আসার পর তাঁহার মেয়ে হযরত যায়নাব (রাঃ) কেনানা অথবা ইবনে কেনানার সহিত রওয়ানা হইলেন। মক্কার লোকেরা তাহার সন্ধানে বাহির হইল। অবশেষে হাব্বার ইবনে আসওয়াদ তাহার নিকট পৌঁছিয়া গেল এবং বর্শা দ্বারা তাহার উটকে এমনভাবে আঘাত করিতে লাগিল যে, তাহাকে উট হইতে নিচে ফেলিয়া দিল এবং ইহাতে তাহার গর্ভপাত হইয়া গেল। তিনি ধৈর্য ধারণ করিলেন এবং তাহাকে উঠাইয়া

আনা হইল। বনু হাশিম ও বনু উমাইয়ার মধ্যে তাহাকে লইয়া বিবাদ লাগিয়া গেল। বনু উমাইয়ার কথা হইল, আমরা তাহার সেবা শুশ্রূষার অধিক দাবি রাখি, কারণ তিনি আমাদের চাচাত ভাই আবুল আস (রাঃ)এর স্ত্রী। শেষ পর্যন্ত তিনি হিন্দ বিনতে ওতবার নিকট রহিলেন হিন্দ বিনতে ওতবা তাহাকে বলিতেন, এই সকল কষ্ট তোমার পিতার কারণে হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি কি যাইয়া যায়নাবকে লইয়া আসিবে না? হযরত যায়েদ (রাঃ) বলিলেন, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আমার আংটি লইয়া যাও। পরিচয়স্বরূপ তাহাকে দিও। হযরত যায়েদ (রাঃ) (মদীনা হইতে) রওয়ানা হইলেন এবং (হযরত যায়নাব (রাঃ) এর নিকট সংবাদ পৌঁছাইবার) কৌশল তালাশ করিতে লাগিলে। অবশেষে এক রাখালের দেখা পাইলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কার রাখাল? সে বলিল, আবুল আস এর। জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বকরির পাল কাহার? সে বলিল, যায়নাব বিনতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর। অতঃপর তিনি তাহার সহিত কিছু দূর হাঁটিলেন। তারপর বলিলেন, তুমি কি এমন করিতে পার যে, তোমাকে একটি জিনিস দিব, তুমি উহা তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দিবে এবং এই ব্যাপারে কাহাকেও বলিবে না? সে বলিল, হাঁ, পারিব। তিনি তাহাকে আংটি দিলেন। হযরত যায়নাব (রাঃ) (আংটি দেখিয়া) চিনিতে পারিলেন। তিনি রাখালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে এই আংটি কে দিয়াছে? সে বলিল, একজন লোক দিয়াছে। হযরত যায়নাব (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহাকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ? সে বলিল, অমুক জায়গায়। হযরত যায়নাব (রাঃ) শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন এবং রাত্রিবেলায় গোপনে হযরত যায়েদ (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। তিনি সেখানে পৌঁছিবার পর হযরত যায়েদ (রাঃ) বলিলেন, তুমি উটের

www.BANGLAKITAB.com

উপর উঠিয়া আমার সামনে বস। হযরত যায়নাব (রাঃ) বলিলেন, না, বরং তুমি আমার সামনে বস। হযরত যায়নাব (রাঃ)এর কথামত হযরত যায়েদ (রাঃ) সামনের দিকে উঠিয়া বসিলেন এবং হযরত যায়নাব (রাঃ) তাহার পিছনে উঠিয়া বসিলেন। এইভাবে তাহারা মদীনায় পৌঁছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব (রাঃ)এর সম্পর্কে বলিতেন, যায়নাব আমার মেয়েদের মধ্যে সর্বোত্তম মেয়ে, আমারই কারণে তাহাকে কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে।

হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) এই হাদীসের সংবাদ পাইয়া বর্ণনাকারী হযরত ওরওয়া (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমার পক্ষ হইতে আমার নিকট এ কেমন হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, তুমি উহার দ্বারা হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর সম্মান ক্ষুন্ন করিতেছ? হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেলেন, আল্লাহর কসম, পূর্ব পশ্চিমের মধ্যবর্তী সমগ্র দুনিয়ার জিনিস পাওয়ার বিনিময়েও আমি হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর সম্মান সামান্যতম খর্ব করা পছন্দ করি না। আমি আর কখনও এই হাদীস বর্ণনা করিব না। (তাবারানী)

আবু লাহাবের মেয়ে হযরত দুররা (রাঃ)এর হিজরত

হযরত ইবনে ওমর, হযরত আবু হোরাইয়া ও হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) বলেন, হযরত দুররা বিনতে আবি লাহাব (রাঃ) হিজরত করিয়া মদীনায় আসিলেন এবং হযরত রাফে' ইবনে মুআল্লা (রাঃ)এর ঘরে উঠিলেন। তাহার নিকট উপবিষ্ট বনু যুরাইক গোত্রের কতিপয় মহিলা বলিল, তুমি সেই আবু লাহাবের মেয়ে যাহার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ - مَآاَغْنٰى عَنْهُ مَا لُهٗ وَ مَا كَسَبَ -

অর্থ ঃ "আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হউক এবং ধ্বংস হউক সে

নিজে, কোন কাজে আসে নাই তাহার ধন-সম্পদ ও যাহা সে উপার্জন করিয়াছে।"

অতএব তোমার হিজরত তোমার কোন কাজে আসিবে না। হযরত দুররা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া উক্ত মহিলাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন এবং তাহারা যাহা বলিয়াছিল তাহা শুনাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বলিলেন, আমার নিকট বস। তারপর যোহরের নামায আদায় করিয়া মিম্বারে উঠিয়া কিছু সময় বসিয়া থাকিলেন এবং বলিলেন, হে লোক সকল, কি হইল যে, আমাকে আমার পরিবারস্থদের ব্যাপারে কষ্ট দেওয়া হইতেছে! আল্লাহর কসম, কেয়ামতের দিন হা ও বাকাম, সুদা ও সালহাব গোত্র পর্যন্ত আমার শাফাআত লাভ করিবে।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর হিজরতের ঘটনা হযরত আবু সালামা (রাঃ)এর হিজরতের ঘটনায় ও হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রাঃ) ও হযরত উম্মে আব্দিল্লাহ লায়লা বিনতে আবি হাসমা (রাঃ)এর হিজরতের ঘটনা হযরত জাফর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের হাবশার দিকে হিজরতের ঘটনায় পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য শিশুদের হিজরত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা পঞ্চম হিজরিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিয়াছি। আমরা খন্দকের যুদ্ধের সময় কোরাইশদের সহিত বাহির হইয়াছিলাম। আমি আমার ভাই হযরত ফজল (রাঃ)এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে আমাদের গোলাম হযরত আবু রাফে (রাঃ)ও ছিলেন। আমরা আরাজ নামক স্থানে পৌঁছিয়া পথ হারাইয়া রাকুবা গিরিপথের পরিবর্তে জাস্‌জাসাহ নামক স্থানে পৌঁছিয়া গেলাম। সেখান হইতে আমরা বনু

WWW.BANGLAKITAB.COM

আমর ইবনে আওফ গোত্রের নিকট আসিয়া উঠিলাম। তারপর মদীনায় পৌঁছিলাম। আমরা মদীনায় পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খন্দকের যুদ্ধে পাইলাম। আমার বয়স তখন আট বৎসর ও আমার ভাইয়ের বয়স তের বৎসর হইয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

নুসরাত

সাহাবা (রাঃ)দের নিকট দ্বীন ও সেরাতে মুস্তাকীমের সাহায্য করা সকল জিনিষ অপেক্ষা কিরূপ প্রিয় ছিল? তাহারা দুনিয়ার কোন ইজ্জত সম্মানের উপর এরূপ গর্ব করিতেন না যেরূপ তাহারা দ্বীনের সাহায্য করিয়া গর্ব অনুভব করিতেন। তাহারা কিভাবে দ্বীনের সাহায্য করিতে যাইয়া দুনিয়ার ভোগ–উপভোগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? তাহারা যেন এই সবকিছু একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালনার্থেই করিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

আনসার (রাঃ)দের দ্বীনের নুসরাত বা সাহায্যের সূচনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বৎসর নিজেকে আরব গোত্রসমূহের সামনে পেশ করিতেন এবং তাঁহাকে আপন কাওমের নিকট লইয়া যাইয়া আশ্রয় দিবার কথা বলিতেন, যেন তিনি আল্লাহর কালাম ও তাঁহার পয়গাম পৌঁছাইতে পারেন। বিনিময়ে তাহাদের জন্য বেহেশতের ওয়াদা করিতেন। কিন্তু আরবের কোন গোত্রই ইহাতে রাজী হইত না। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁহার দ্বীনকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং আপন নবীকে সাহায্য করিতে ও আপন ওয়াদাকে পূরণ করিতে চাহিলেন তখন তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আনসারদের এই গোত্রের নিকট লইয়া আসিলেন। তাহারা তাঁহার দাওয়াতকে গ্রহণ করিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দেশকে আপন নবীর জন্য হিজরতের স্থান সাব্যস্ত করিয়া দিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় হজ্জের মৌসুমে আরবের এক একটি গোত্রের নিকট নিজেকে পেশ করিতেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইত না। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আনসারদের এই গোত্রকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে) লইয়া আসিলেন। আল্লাহ তায়ালা এই সৌভাগ্য ও সম্মান তাহাদেরকে দান করিতে চাহিলেন। অতএব তাহারা আশ্রয় দিল এবং সাহায্য করিল। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের নবীর পক্ষ হইতে তাহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

জামউল ফাওয়ায়েদ গ্রন্থে হযরত ওমর (রাঃ)এর এই হাদীসে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, (হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন,) আল্লাহর কসম, আমরা আনসারদের সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিলাম তাহা পালন করি নাই। আমরা বলিয়াছিলাম যে, আমরা আমীর হইব, আর তোমরা উজির হইবে। আমি যদি এই বৎসরের শেষ পর্যন্ত জীবিত

থাকি তবে আনসারী ব্যতীত আর কেহ আমার গভর্নর হইবে না।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হজ্জের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে লোকদের সামনে পেশ করিতেন। তিনি লোকদেরকে বলিতেন, কেহ আছে কি? আমাকে তাহার কাওমের মধ্যে লইয়া যাইবে? কেননা কোরাইশগণ আমাকে আমার রব্বের কালাম পৌঁছাইতে বাধা দিয়াছে। একবার হামদান গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ গোত্রের? সে বলিল, আমি হামদান গোত্রের। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গোত্রের নিকট হেফাজতের ব্যবস্থা আছে কি? সে বলিল, জ্বী হাঁ, আছে। কিন্তু তাহার আশঙ্কা হইল যে, (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লইয়া যাওয়ার পর এবং তাঁহার হেফাজতের অঙ্গীকার করিবার পর) যদি তাহার কাওম এই অঙ্গীকার পালনে সম্মত না হয়। অতএব সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমি এইবার যাইয়া আমার কাওমকে বলিব এবং আগামী বৎসর পুনরায় আপনার নিকট আসিব (এবং সিদ্ধান্ত জানাইব)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আচ্ছা। সে চলিয়া যাওয়ার পর রজব মাসে আনসার প্রতিনিধিদল উপস্থিত হইল।

নুসরাতের উপর বাইআত গ্রহণের বর্ণনায় হযরত জাবের (রাঃ)এর হাদীস পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় দশ বৎসর কাল এইভাবে অতিবাহিত করিয়াছেন যে, তিনি হজ্বের মৌসুমে ওকায ও মাজান্নার বাজারে লোকদের অবস্থানস্থলে যাইতেন এবং বলিতেন, কে আছে আমাকে আশ্রয় দিবে, আমাকে সাহায্য করিবে, যেন আমি আমার পরওয়ারদিগারের পয়গাম পৌঁছাইতে পারি, বিনিময়ে সে বেহেশত লাভ করিবে? কিন্তু তিনি এমন কাহাকেও পাইতেন না, যে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে বা সাহায্য করিবে। এমন কি সে সময় ইয়ামান অথবা মুযার গোত্র

www.BANGLAKITAB.com

হইতে কেহ মক্কায় আসিতে চাহিলে তাহার আত্মীয়-স্বজন ও কাওমের লোকেরা আসিয়া তাহাকে বলিত, কোরাইশের সেই যুবক হইতে সাবধান থাকিও, সে যেন তোমাকে ফেৎনায় ফেলিয়া (অর্থাৎ ধর্মচ্যুত করিয়া) না দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের অবস্থানস্থলের মধ্য দিয়া যাইতেন, আর তাহারা তাঁহার প্রতি আঙ্গুল তুলিয়া ইশারা করিত। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা ইয়াসরাব হইতে আমাদিগকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। আমরা তাহাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত হইলাম এবং আমরা তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম। আমাদের মধ্যেকার এক একজন তাঁহার নিকট গমন করিত, তাঁহার প্রতি ঈমান আনিত এবং তিনি তাহাকে কোরআন শিক্ষা দিতেন। তারপর সে যখন সেখান হইতে মুসলমান হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিত তখন তাহার ইসলামের কারণে পরিবারের সকলেই মুসলমান হইয়া যাইত। এইভাবে আনসারদের প্রত্যেক মহল্লায় মুসলমানদের এমন এক জামাত তৈয়ার হইয়া গেল যাহারা প্রকাশ্যে ইসলামের উপর চলিত। তারপর একদিন আনসারদের সকলেই পরামর্শের জন্য সমবেত হইলেন। আমরা বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা এইভাবে আর কতকাল ফেলিয়া রাখিব যে, তিনি মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, আর বিতাড়িত হইবেন, হুমকির সম্মুখীন হইবেন? অতএব আমাদের মধ্য হইতে সত্তর জন হজ্জের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আমরা আকাবা ঘাঁটিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত করিলাম। তারপর আমরা একজন দুইজন করিয়া নির্দিষ্টস্থানে সমবেত হইলাম এবং বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কিসের উপর বাইআত হইব? অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীসের বাকি অংশ উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত ওরওয়া (রহঃ) বলেন, হজ্জের সময় হইলে বনু মাযিন ইবনে নাজ্জারের একদল আনসার হজ্জের জন্য গেলেন। তাহাদের মধ্যে ছিলেন হযরত মুআয ইবনে আফরা, হযরত আসআদ ইবনে যুরারা (রাঃ), বনু

যুরাইকের হযরত রাফে' ইবনে মালেক, যাকওয়ান ইবনে আব্দে কায়েস (রাঃ), বনু আব্দুল আশহালের হযরত আবুল হাইসাম ইবনে তাইয়েহান (রাঃ), বনু আমর ইবনে আওফের হযরত উয়াইম ইবনে সায়েদা (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট আসিলেন এবং তাহাদিগকে এই ব্যাপারে অবহিত করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে নবুওয়াত ও সম্মানের জন্য নির্বাচন করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনিয়া নিশ্চুপ হইয়া গেলেন এবং তাহাদের অন্তর তাঁহার দাওয়াতের উপর নিশ্চিন্ত হইয়া গেল। তাহারা যেহেতু আহলে কিতাবদের নিকট তাঁহার অনুপম গুণাবলী ও তাঁহার দাওয়াত সম্পর্কে পূর্ব হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলেন, সেহেতু (কথা শুনামাত্রই) তাঁহাকেই চিনিতে পারিলেন। সুতরাং তাহারা তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনিলেন, আর তাহারা কল্যাণ প্রসারের মাধ্যম হইলেন।

তারপর তাহারা আরজ করিলেন, আপনার তো জানা আছে যে, আমাদের সেখানে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে খুন খারাবি চলিতেছে। আমরা এমন ব্যবস্থা করিতে চাই যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আপনার কাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করিবেন। (অর্থাৎ আমরা আপনাকে আমাদের দেশে লইয়া গিয়া আপনার সাহায্য করিতে চাই।) আমরা আল্লাহর জন্য ও আপনার জন্য সর্বপ্রকার পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। আপনার যাহা রায় হইবে আমরাও আপনাকে তাহারই পরামর্শ দিব। তবে বর্তমানে আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া (মক্কায়) থাকুন। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের কাওমের নিকট ফিরিয়া যাইয়া তাহাদিগকে আপনার কথা বলিব এবং তাহাদিগকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দাওয়াত দিব। হইতে পারে আল্লাহ তায়ালা আমাদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধি করিয়া দিবেন এবং আমাদিগকে এক করিয়া দিবেন। বর্তমানে যেহেতু

www.BANGLAKITAB.com

আমাদের মধ্যে দূরত্ব ও শত্রুতা বিরাজ করিতেছে সেহেতু আপনি যদি এখন আমাদের নিকট আগমন করেন তবে আমরা আপনার ব্যাপারে একমত হইতে পারিব না এবং একজোট হইতে পারিব না। অতএব আমরা আগামী বৎসর হজ্বের (সময় আপনার সহিত সাক্ষাতের) অঙ্গীকার করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের এই কথায় সন্তুষ্ট হইলেন।

অতঃপর তাহারা আপন কাওমের নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং তাহাদিগকে গোপনে দাওয়াত দিলেন। তাহারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে যে পয়গাম দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং কোরআন পড়িয়া তিনি যে বিষয়ের প্রতি দাওয়াত্ দিয়াছেন, এই সমস্ত ব্যাপারে কাওমের লোকদেরকে অবহিত করিলেন। (তাহাদের এই দাওয়াতের) ফলে আনসারদের প্রত্যেক মহল্লায় কিছু না কিছু লোক অবশ্যই মুসলমান হইয়া গেল।

হাদীসের বাকী অংশ দাওয়াতের অধ্যায়ে উল্লেখিত হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদানের হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

আনসারদের বিষয়ে কবিতা

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) বলেন, আমি এক আনসারী বৃদ্ধা মহিলার নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে এই কয়েকটি কবিতা শিক্ষা করিবার জন্য হযরত সিরমা ইবনে কায়েস (রাঃ)এর নিকট বার বার যাইতে দেখিয়াছি।

ثَوَى فِى قُرَيْشٍ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً # يُذَكِّرُلَوْ اَلْفَى صَدِيْقًا مُوَاتِيًا

অর্থ ঃ তিনি কোরাইশের মাঝে দশ বৎসরকাল অবস্থান করিয়া নসীহত করিতে থাকিলেন। তিনি চাহিতেছিলেন, (ইত্যবসরে) যদি কোন সহযোগী বন্ধুর সন্ধান পাওয়া যাইত।

وَ يَعْرِضُ فِى اَهْلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ # فَلَمْ يَرَمَنْ يُؤْوِى وَلَمْ يَرَدَاعِيًا

আগত হাজীদের সম্মুখে তিনি নিজেকে পেশ করিতেন, কিন্তু তিনি না কোন আশ্রয়দাতা পাইতেন, আর না কোন এমন লোক পাইতেন, যে তাঁহাকে নিজের দেশে যাইবার আহবান জানায়।

فَلَمَّا اَتَا نَا وَاسْتَقَرَّتْ بِهِ النَّوَى # وَاَصْبَحَ مَسْرُوْرًابِطَيْبَةَ رَاضِيًا

যখন তিনি আমাদের নিকট আগমন করিলেন এবং এখানে তাঁহার অবস্থান সাব্যস্ত হইল এবং তাইবা (অর্থাৎ মদীনা)তে (অবস্থানের উপর) তিনি বড় আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

وَاَصْبَحَ مَايَخْشَى ظُلَامَةَ ظَالِمٍ # بَعِيْدٍ وَّمَا يَخْشَى مِنَ النَّاسِ بَاغِيًا

এবং দূরবর্তী কোন জালিমের জুলুমের ও লোকদের মধ্যে কাহারো বিদ্রোহের আশঙ্কা রহিল না।

بَذَلْنَا لَهُ الْاَمْوَالَ مِنْ جُلِّ مَالِنَا # وَاَنْفُسَنَا عِنْدَالْوَغَى وَالتَّاَسِيَا

তখন আমরা তাঁহার জন্য (শত্রুর মুকাবিলায়) যুদ্ধের সময়ও (মুহাজির মুসলমানদের) সহানুভূতির সময় নিজেদের জান ও মালের বৃহৎ অংশ খরচ করিয়াছি।

نُعَادِالَّذِى عَادَى مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ # بِحَقٍّ وَّاِنْ كَانَ الْحَبِيْبَ الْمُوَاتِيَا

তিনি যাহার সহিত শত্রুতা রাখিবেন আমরাও তাহার সহিত নিশ্চিত শত্রুতা রাখিব, সে যতই ঘনিষ্ট বন্ধু হউক না কেন।

وَ نَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ لَا شَىْءَ غَيْرُهُ # وَاَنَّ كِتَابَ اللّٰهِ اَصْبَحَ هَادِيًا

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন বস্তু (মা'বুদ) নহে এবং আল্লাহর কিতাবই আমাদিগকে সঠিক পথ দেখাইবে।

WWW.BANGLAKITAB.COM

মুহাজির ও আনসারদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ও হযরত সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) যখন মদীনায় আসিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিত হযরত সা'দ ইবনে রাবী (রাঃ)এর ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ)কে বলিলেন, হে আমার ভাই, মদীনার লোকদের মধ্যে আমি অধিক সম্পদশালী, তুমি তোমার পছন্দমত আমার অর্ধেক সম্পদ গ্রহণ কর। আমার দুইজন স্ত্রী আছেন, তুমি যাহাকে পছন্দ করিবে আমি তাহাকে তালাক দিয়া দিব (তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়া লইও)। হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার পরিবার ও তোমার সম্পদে বরকত দান করুন, আমাকে তো বাজারের পথ বলিয়া দাও। তিনি তাহাকে বাজারের রাস্তা দেখাইয়া দিলেন। হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বাজারে যাইয়া (মালামাল) ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাহার অনেক মুনাফা হইল। তিনি উহা দ্বারা কিছু ঘি ও পনীর কিনিয়া আনিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি এইভাবে কিছু দিন ব্যবসা করিতে থাকিলেন। তারপর একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন, তাহার কাপড়ে জাফরানের ছাপ দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কত মোহর দিয়াছ? তিনি বলিলেন, একদানা পরিমাণ স্বর্ণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এক বকরি দিয়া হইলেও ওলীমা কর। হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমার

ব্যবসায় বরকতের অবস্থা এরূপ ছিল যে, আমি যদি কোন পাথরও উঠাইতাম তবে উহা দ্বারা স্বর্ণ-রূপা লাভ করিবার আশা করিতে পারিতাম।

মুহাজিরীন ও আনসারদের মধ্যে একে অন্যের উত্তরাধিকার লাভ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আসিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরীন ও আনসারদের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া দিলেন। এই কারণে প্রথম দিকে একজন আনসারীর মৃত্যুর পর তাহার আত্মীয়-স্বজনের পরিবর্তে মুহাজির তাহার উত্তরাধিকার লাভ করিত। কিন্তু এই আয়াত—

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ

অর্থ ঃ 'পিতা-মাতা এবং নিকট আত্মীয়গণ যাহা ত্যাগ করিয়া যান উহার জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি।'

নাযিল হইবার পর (ভ্রাতৃবন্ধন সূত্রে) মুহাজিরের জন্য আনসারীর উত্তরাধিকারী হওয়ার হুকুম রহিত হইয়া গিয়াছে।

উল্লেখিত রেওয়ায়াত মোতাবেক মৈত্রীসূত্রে উত্তরাধিকার লাভের হুকুম উক্ত আয়াত দ্বারাই রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তী রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মৈত্রীসূত্রে উত্তরাধিকার লাভের হুকুম রহিতকারী নিম্নোক্ত আয়াত—

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ -

অর্থ ঃ বস্তুতঃ যাহারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তাহারাই পরস্পর অধিক হকদার।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, শেষোক্ত রেওয়ায়াতই অধিক নির্ভরযোগ্য। তবে এমনও হইতে পারে, মৈত্রীসূত্রে উত্তরাধিকার লাভের হুকুম দুইবারে রহিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথম দিকে তো শুধু

www.BANGLAKITAB.com

ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী হইত, আত্মীয় উত্তরাধিকারী হইত না। তারপর যখন وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ এর আয়াত নাযিল হইল তখন ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তির সহিত আত্মীয় ও উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতের এই অর্থই করিতে হইবে। অতঃপর সূরা আহযাবের আয়াত—

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ –

নাযিল হইবার পর ভ্রাতৃবন্ধন সূত্রে উত্তরাধিকার লাভের হুকুম রহিত হইয়া উত্তরাধিকার শুধু আত্মীয়ের জন্য নির্ধারিত হইয়া গেল এবং ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তির জন্য আনসারীর পক্ষ হইতে শুধু সাহায্য সহানুভূতির হুকুম বহাল রহিল। এইভাবে প্রত্যেক হাদীসের অর্থ আপন আপন স্থানে ঠিক হইয়া যাইবে।

তাবেঈনদের এক জামাত বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের পর মুহাজিরীনদের মধ্যে পরস্পর ও আনসার ও মুহাজিরীনদের মধ্যে ও পরস্পর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দেন। ইহাতে তাহাদের পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতিই উদ্দেশ্য ছিল। অতএব, তাহারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হইতেন। তাহাদের মধ্যে এরূপ নব্বইজন ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাহারা একশত জন ছিলেন। তারপর যখন وَاُولُوا الْاَرْحَامِ اَوْلٰى নাযিল হইল, তখন ভ্রাতৃবন্ধনের দরুন উত্তরাধিকার লাভের যে নিয়ম চলিতেছিল তাহা শেষ হইয়া গেল।

মুহাজিরদের জন্য আনসারদের অর্থ-সম্পদ দ্বারা সহানুভূতি

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আনসারগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, আমাদের খেজুরের বাগানসমূহ আমাদের ও আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে ভাগ

করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, না, বরং (বাগানের) পরিশ্রম তোমরা করিবে, আর আমরা (মুহাজিরগণ) ফলের মধ্যে তোমাদের অংশীদার হইব। আনসারগণ বলিলেন, سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا অর্থাৎ আমরা আপনার কথা শুনিলাম ও মানিয়া গেলাম।" (আপনি যেইভাবে বলিবেন আমরা সেইভাবে করিব)

হযরত আব্দুর রহমান (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদিগকে বলিলেন, তোমাদের (মুহাজির) ভাইগণ নিজেদের অর্থসম্পদ ও সন্তানাদি পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের নিকট আসিয়াছে। আনসারগণ বলিলেন, আমরা নিজেদের খেত ও বাগান আমাদের ও আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আর কিছু কি হইতে পারে না? আনসারগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ তাহা কি? তিনি বলিলেন, মুহাজিরগণ কৃষি কাজ জানে না, অতএব সমস্ত কৃষি কাজ তোমরা কর, আর ফল ও ফসলে তাহাদিগকে অংশীদার করিয়া লও। আনসারগণ বলিলেন, ঠিক আছে, আমরা তাহাই করিব।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মুহাজিরগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা যে কাওমের নিকট আসিয়াছি তাহাদের অপেক্ষা উত্তম লোক আমরা আর দেখি নাই। তাহাদের নিকট যদি অল্প থাকে তবে উহা দ্বারা উত্তমরূপে সহানুভূতি দেখায় আর যদি বেশী থাকে তবে অধিক পরিমাণে খরচ করে। (খেত কৃষি ও বাগান পরিচর্যার) সকল পরিশ্রম তাহারা নিজেরাই করে, আমাদিগকে কোন পরিশ্রম করিতে দেয় না, কিন্তু ফল-ফসলে আমাদিগকে অংশীদার করে। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যে, সমস্ত আজর ও সওয়াব তাহারাই না লইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না (তাহারা সমস্ত আজর ও সওয়াব লইয়া যাইতে পারিবে না) যতক্ষণ তোমরা তাহাদের প্রশংসা করিতে থাকিবে এবং তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করিতে থাকিবে।

WWW.BANGLAKITAB.COM

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আনসারগণ নিজেদের গাছ হইতে খেজুর কাটার পর উহাকে দুই ভাগ করিতেন। এক ভাগে কম ও অপর ভাগে খেজুর বেশী হইত। যেইভাগে কম হইত সেই ভাগের সহিত খেজুরের ডালপালা মিলাইয়া রাখিতেন (যাহাতে বেশী দেখা যায়)। অতঃপর মুহাজির মুসলমানদিগকে বলিতেন, এই দুই ভাগের মধ্যে যে কোন এক ভাগ গ্রহণ কর। মুহাজিরগণও (আত্মত্যাগের খাতিরে) ডালপালাবিহীন ভাগ, যাহা দেখিতে কম মনে হয়, গ্রহণ করিতেন। অথচ সেই ভাগেই বেশী হইত। এইভাবে আনসারীর ভাগে ডালপালা মিশ্রিত ভাগ পড়িত। যাহা দেখিতে বেশী মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে কম হইত। খাইবার বিজয় পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে এই রীতি চলিতেছিল। খাইবার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদিগকে বলিলেন, আমাদের নুসরত ও সাহায্যের যে হক তোমাদের উপর ছিল তাহা তোমরা পূর্ণরূপে আদায় করিয়া দিয়াছ। এখন তোমরা চাহিলে এরূপ করিতে পার যে, খাইবার হইতে তোমাদের প্রাপ্য অংশ খুশী মনে মুহাজিরদিগকে দিয়া দাও এবং (মদীনার বাগানের) সমস্ত ফল তোমরা রাখ। (সেখান হইতে মুহাজিরদিগকে আর কিছুই দিও না। এইভাবে মদীনার সম্পূর্ণ তোমাদের হইবে এবং খাইবারের সমস্ত ফল মুহাজিরদের হইবে।) আনসারগণ বলিলেন, (আমরা ইহা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিলাম। তবে) আপনি আমাদের উপর কিছু কাজের ভার দিয়া দিয়াছিলেন এবং আমাদের ব্যাপারে আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, (এই সকল কাজের বিনিময়ে) আমরা বেহেশত লাভ করিব। আমাদের উপর যে কাজের ভার দিয়াছিলেন আমরা তাহা পূর্ণ করিয়াছি এখন আমরা আমাদের জিনিষ পাইতে চাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের বেহেশত তোমরা অবশ্যই লাভ করিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদিগকে বাহরাইনের যমিন দিবার জন্য ডাকিলেন। আনসারগণ বলিলেন, আমরা বাহরাইনের যমিন তখন গ্রহণ করিব যখন

আপনি সমপরিমাণ যমিন আমাদের মুহাজির ভাইদিগকেও দিবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা যদি তাহাদিগকে বাদ দিয়া যমিন লইতে না চাও তবে তোমরা (কেয়ামতের দিন হাউজে কাওসারের নিকট) আমার সহিত সাক্ষাৎ পর্যন্ত সবর করিতে থাকিও। কারণ (আমার পর) তোমাদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

ইসলামের সম্পর্ককে মজবুত করার লক্ষ্যে আনসারগণ কিরূপে জাহিলিয়াতের সম্পর্ককে ছিন্ন করিয়াছেন

ইহুদী কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার ঘটনা

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (ইহুদী) কা'ব ইবনে আশরাফ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে অনেক কষ্ট দিয়াছে। এমন কেহ কি আছে, যে তাহাকে শেষ করিয়া দিবে? হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি চান যে, আমি তাহাকে হত্যা করি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমাকে তাহার সহিত কিছু অবাঞ্ছিত কথা বলিবার অনুমতি দিন। তিনি বলিলেন, ঠিক আছে বলিতে পার।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) (তাহার কয়েকজন সঙ্গীসহ) কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন, এই ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট এখন সদকা চাহিতেছে এবং এ যাবৎ আমাদের উপর বিভিন্ন রকমের কষ্টসাধ্য কাজের দায়িত্ব চাপাইয়া) আমাদিগকে ক্লান্ত করিয়া দিয়াছে। আমি তোমার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। সে বলিল,

WWW.BANGLAKITAB.COM

এখন কি দেখিয়াছ! ভবিষ্যতে তোমাদের উপর আরো কঠিন কাজ চাপাইবে। খোদার কসম, একদিন না একদিন অবশ্যই তোমরা তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া যাইবে। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, আমরা যেহেতু একবার তাহার অনুসারী হইয়াছি, অতএব তাহার শেষ পরিণতি না দেখিয়া এখনই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহি না। আমরা তোমার নিকট এক দুই ওসাক খাদ্য শস্য ঋণ চাহিতেছি। (এক ওসাক ষাট সা' সমপরিমাণ এবং এক সা' সাড়ে তিন সের সমপরিমাণ) কা'ব বলিল, হাঁ, আমি ঋণ দিতে প্রস্তুত আছি, তবে তোমরা আমার নিকট কোন জিনিস বন্ধক রাখ। হযরত কা'ব (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীগণ বলিলেন, বন্ধক হিসাবে তুমি কি জিনিস রাখিতে চাও? কা'ব বলিল, তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণকে আমার নিকট বন্ধক হিসাবে রাখ। তাহারা বলিলেন, তুমি আরবের সর্বাপেক্ষা সুদর্শন পুরুষ। তোমার নিকট আমাদের স্ত্রীগণকে কিরূপে বন্ধক রাখিব? কা'ব বলিল, তবে তোমাদের পুত্র সন্তানগণকে বন্ধক রাখ। তাহারা বলিলেন, আমাদের পুত্র সন্তানগণকে কিরূপে বন্ধক রাখিব? পরবর্তীকালে লোকেরা তাহাদিগকে এই বলিয়া বিদ্রুপ করিবে যে, এই সেই লোক, যাহাকে এক দুই ওসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হইয়াছিল। ইহা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয় হইবে। তবে আমরা তোমার নিকট অস্ত্র-শস্ত্র বন্ধক রাখিতে পারি। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) অস্ত্র লইয়া তাহার নিকট রাত্রে আসিবার ওয়াদা করিলেন। অতএব তিনি রাত্রিবেলায় কা'ব ইবনে আশরাফের দুধভাই হযরত আবু নায়েলা (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া কা'বের নিকট আসিলেন। কা'ব তাহাদিগকে দুর্গের ভিতর ডাকিল। তাহারা দুর্গের ভিতর গেলেন। কা'ব যখন তাহাদের নিকট নামিয়া আসিতে লাগিল তখন তাহার স্ত্রী বলিল, এই সময় তুমি বাহিরে কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা ও আমার ভাই আবু নায়েলা আসিয়াছে। স্ত্রী বলিল, আমি তো এমন আওয়াজ শুনিতেছি যাহা হইতে রক্ত ঝরিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। সে বলিল, এতো আমার

ভাই মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা ও আমার দুধভাই আবু নায়েলা ব্যতীত আর কেহ নয়। তদুপরি বীর পুরুষকে কেহ মোকাবিলার জন্য রাত্রি কালে আহবান জানাইলেও সে অবশ্যই সেই ডাকে সাড়া দেয়।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) নিজের সঙ্গে দুই তিন জনকেও (দুর্গের ভিতর) ঢুকাইয়া লইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, আমি তাহার চুল ধরিয়া শুঁকিব এবং তোমাদেরকেও শুঁকাইব। তোমরা যখন দেখিবে যে, আমি তাহার মাথা মজবুতভাবে ধরিয়া লইয়াছি তখন তোমরা তাহার উপর তলোয়ার মারিবে।

কা'ব মুক্তাজড়িত পোশাকে তাহাদের নিকট নিচে নামিয়া আসিল। তাহার শরীর হইতে আতরের খুশবু ছড়াইতেছিল। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, আজিকার মত এরূপ উত্তম খুশবু তো আমি কখনও শুঁকি নাই। কা'ব বলিল, আমার নিকট আরবের সর্বাধিক আতর ব্যবহারকারিণী ও অত্যন্ত সুন্দরী স্ত্রী রহিয়াছে। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, তোমার মাথা একটু শুঁকিবার অনুমতি দিবে কি? কা'ব বলিল, অবশ্যই। তিনি তাহার মাথা শুঁকিলেন এবং সঙ্গীগণকেও শুঁকিতে দিলেন। তারপর বলিলেন, আরেকবার শুঁকিতে দিবে কি? কা'ব বলিল, অবশ্যই। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) এইবার তাহার মাথা মজবুত করিয়া ধরিয়া সঙ্গিদেরকে বলিলেন, তোমাদের কাজ শেষ কর। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা তাহাকে কতল করিয়া দিলেন। অতঃপর তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বিস্তারিত ঘটনা শুনাইলেন।

হযরত ওরওয়া (রাঃ)এর রেওয়ায়েত আছে যে, যখন তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমস্ত ঘটনা বলিলেন, তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিলেন।

ইবনে সা'দের বর্ণনায় আছে যে, তাহারা (মদীনার গোরস্থান) বাকীউল গারকাদের নিকট পৌঁছিয়া উচ্চস্বরে আল্লাহ আকবার বলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই রাত্রে দাঁড়ানো অবস্থায়

www.BANGLAKITAB.com

নামাযে রত ছিলেন। তাহাদের তাকবীর ধ্বনি শুনিয়া তিনি তাকবীর ধ্বনি দিলেন এবং তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা কা'বকে কতল করিয়া দিয়াছে। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, এই চেহারাসমূহ সফলকাম হইয়াছে। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার চেহারা মোবারক ও (সফলকাম হইয়াছে)। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীগণ কা'বের (কর্তিত) মস্তক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আনিয়া ফেলিলেন। তিনি তাহার কতল হওয়ার উপর আল্লাহর শোকর আদায় করিলেন।

হযরত ইকরামা (রহঃ) হইতে বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে আছে, (কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার কারণে) ইহুদীগণ অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, আমাদের সরদারকে ধোকা দিয়া হত্যা করা হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে কা'বের কুকীর্তি ও দুস্কৃতিসমূহ শুনাইলেন যে, সে কিভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করিত এবং মুসলমানদেরকে নানাহ রকমে কষ্ট দিত। ইহুদীরা (এই সকল কথা শুনিয়া) ভীত হইল এবং আর কোন কথা বলিল না।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার পক্ষ হইতে কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করিতে কে প্রস্তুত আছে? হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাহাকে হত্যা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এই কাজ করিতে পারিলে অবশ্যই কর। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) এই কথার পর (ঘরে) চলিয়া গেলেন এবং খানাপিনা ছাড়িয়া দিলেন। শুধু এই পরিমাণ খাইতেন যাহাতে কোন রকমে প্রাণ বাঁচে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে তাহার এই সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি খাওয়া-দাওয়া কেন ছাড়িয়া দিয়াছ? হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার সামনে একটি কথা বলিয়াছি, জানিনা তাহা পূর্ণ করিতে পারিব কি না? এই চিন্তায় খাওয়া-দাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার কাজ তো শুধু মেহনত করা ও চেষ্টা করা।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) যখন তাহার সঙ্গীদেরকে লইয়া রওয়ানা হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহাদের সঙ্গে বাকীউল গারকাদ পর্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া গেলেন। তারপর তিনি তাহাদিগকে রওয়ানা করিয়া বলিলেন, আল্লাহর নাম লইয়া যাও। আয় আল্লাহ, আপনি ইহাদের সাহায্য করুন। (বিদায়াহ)

ইহুদী সর্দার আবু রাফে' সাল্লাম ইবনে আবিল হুকাইক এর হত্যার ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্যের জন্য যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি ইহাও ছিল যে, আনসারদের দুই গোত্র আওস ও খাযরাজের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য ও তাহার যে কোন কাজ করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে সর্বদা এমন প্রতিযোগিতা লাগিয়া থাকিত যেমন দুই কুস্তিগীর পালোয়ানের মধ্যে হইয়া থাকে। আওস গোত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (দ্বীনের কাজে) উপকার সাধনমূলক কোন কাজ করিলে খাযরাজ গোত্র বলিত আল্লাহর কসম, তোমরা এই কাজ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদের অপেক্ষা অধিক সম্মানের অধিকারী হইতে পারিবে না। অতঃপর তাহারাও

WWW.BANGLAKITAB.COM

অনুরূপ কোন কাজ না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। এমনিভাবে খাযরাজ গোত্র এমন কোন কাজ করিলে আওস গোত্রও অনুরূপ কথা বলিত।

আওস গোত্রের একজন সাহাবী (হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমন (ইহুদী) কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করিলেন তখন খাযরাজ গোত্রীয়গণ বলিলেন, আল্লাহর কসম, তোমরা এই কৃতিত্ব দেখাইয়া সম্মানের দিক দিয়া আমাদের অপেক্ষা কখনও অগ্রগামী হইতে পারিবে না। অতঃপর তাহারা আলোচনা করিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত শত্রুতা পোষণকারীদের মধ্যে কা'ব ইবনে আশরাফের ন্যায় আর কে আছে? অবশেষে তাহারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন যে, খাইবারের ইবনে আবিল হুকাইক কা'বের ন্যায় শত্রুতা পোষণকারীদের একজন। অতএব তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহাকে হত্যা করিবার অনুমতি চাহিলেন। তিনি তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করিলেন। অতঃপর খাযরাজ গোত্রের বনু সালামা বংশের পাঁচ ব্যক্তি, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক, হযরত মাসউদ ইবনে সিনান, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস, হযরত আবু কাতাদাহ, হযরত হারেস ইবনে রিবঈ ও হযরত খুযাঈ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) (খাইবার যাওয়ার জন্য) প্রস্তুত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (রাঃ)কে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে নারী ও শিশু হত্যা করিতে নিষেধ করিলেন।

তাহারা (মদীনা হইতে) রওয়ানা হইয়া খাইবারে পৌঁছিলেন এবং রাত্রিবেলা ইবনে আবিল হুকাইকের ঘরে গেলেন। তাহারা প্রত্যেক কামরা বাহির দিক হইতে বন্ধ করিয়া দিলেন, যাহাতে কোন কামরার ভিতরের লোক বাহিরে আসিতে না পারে। ইবনে আবিল হুকাইক তাহার উপরতলার ঘরে ছিল। সেখানে উঠিতে খেজুরগাছের তৈরী একটি সিঁড়ি ছিল। তাহারা সিঁড়ি বাহিয়া তাহার ঘরের দ্বারে পৌঁছিলেন এবং ভিতরে

প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। আবু রাফে'র স্ত্রী বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কাহারা? তাহারা বলিলেন, আমরা আরবের অধিবাসী কিছু খাবারের জন্য আসিয়াছি। সে বলিল, আবু রাফে' এই ঘরে আছে, তোমরা ভিতরে যাইয়া তাহার সহিত দেখা কর। তাহারা বলেন, আমরা ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম, যেন কেহ ভিতরে ঢুকিয়া আমাদেরকে তাহার নিকট পৌঁছিতে বাধা দিতে না পারে। ইহা দেখিয়া তাহার স্ত্রী চিৎকার করিয়া খবর দিতে লাগিল। আবুরাফে' বিছানার উপরই ছিল। আমরা তলোয়ার লইয়া দ্রুত তাহার উপর আক্রমণ করিলাম। আল্লাহর কসম, রাতের অন্ধকারে একমাত্র তাহার সাদা চামড়ার দরুনই আমরা তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম। মনে হইতেছিল যেন একটি কুবর্তী (অর্থাৎ মিসরীয়) সাদা চাদর পড়িয়া আছে। তাহার স্ত্রী যখন চিৎকার করিয়া আমাদের সম্পর্কে খবর দিতে আরম্ভ করিল, আমাদের এক সাথী তাহার মাথার উপর তলোয়ার উঠাইল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধের কথা স্মরণ হইতেই তলোয়ার নামাইয়া লইল। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ না করিতেন তবে আমরা সেই রাত্রেই তাহার জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া দিতাম। আমরা আবু রাফে'র উপর তলোয়ার দ্বারা আক্রমণ করিবার পর (অন্ধকারে তাহা কার্যকর না হওয়ার দরুন) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ) নিজের তলোওয়ারের অগ্রভাগ তাহার পেটের উপর রাখিয়া সমস্ত শরীর দ্বারা উহার উপর ভর দিলেন। তলোয়ার পেট ফুঁড়িয়া পিঠ দিয়া বাহির হইয়া গেল। আবুরাফে' শুধু যথেষ্ট যথেষ্ট বলিতেছিল। অতঃপর আমরা সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (রাঃ)এর চোখে দোষ ছিল। তিনি সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গেলেন এবং তাহার হাত ভীষণভাবে মচকাইয়া গেল। আমরা তাহাকে সেখান হইতে উঠাইয়া ইহুদীদের ঝর্ণা হইতে প্রবাহিত একটি নহরের নিকট লইয়া আসিলাম এবং উহার ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। অপরদিকে লোকেরা আগুন জালাইয়া আমাদের সন্ধানে

www.BANGLAKITAB.com

চারিদিকে ছুটিতে লাগিল। অবশেষে নিরাশ হইয়া পুনরায় আবু রাফে'র নিকট গেল। তাহাকে সকলেই ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং সকলের মাঝে তাহার প্রাণবায়ূ বাহির হইতেছিল। আমরা পরস্পর বলাবলি করিলাম যে, আল্লাহর দুশমন মারা গিয়াছে কিনা এই সংবাদ আমরা কিরূপে পাইতে পারি? আমাদের এক সঙ্গী বলিল, আমি যাইয়া দেখিয়া আসি। অতঃপর সে যাইয়া লোকদের ভিড়ের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। আমাদের সঙ্গী বলেন, আমি সেখানে যাইয়া দেখিলাম, আবু রাফে'র স্ত্রী ও অনেক লোকজন তাহার চারিপার্শ্বে সমবেত হইয়া আছে। তাহার স্ত্রীর হাতে চেরাগ ছিল। সে উহার আলোতে আবূ রাফে'র চেহারা দেখিতেছিল আর লোকজনের সহিত কথা বলিতেছিল। সে বলিতেছিল আল্লাহর কসম, আমি ইবনে আতিকেরই কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলাম যে, ইবনে আতিক এখানে এই এলাকায় কোথা হইতে আসিবে? তারপর সে অগ্রসর হইয়া চেরাগের আলোতে ভাল করিয়া তাহার চেহারা দেখিয়া বলিল, ইহুদীদের মাবুদের কসম, এই ব্যক্তি তো শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের উক্ত সঙ্গী বলেন, আমার জীবনে এমন আনন্দদায়ক কথা আর শুনি নাই। তারপর আমাদের সঙ্গী ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে সকল সংবাদ অবহিত করিলেন। আমরা আমাদের (আহত) সঙ্গীকে উঠাইয়া লইয়া রওয়ানা হইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আল্লাহর দুশমনের কতল হইবার সংবাদ দিলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিবার পর 'আবু রাফে'কে কে হত্যা করিয়াছে' এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। প্রত্যেকেই তাহাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের নিজ নিজ তলোয়ার লইয়া আস। আমরা নিজেদের তলোয়ার লইয়া আসিলে তিনি সেইগুলি দেখিলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ)এর তলোয়ার দেখিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি হত্যা করিয়াছে।

কারণ, আমি উহার মধ্যে খাদ্যের চিহ্ন দেখিতেছি। (বিদায়াহ)

হযরত বারা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী আবু রাফে'কে হত্যা করার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (রাঃ)এর নেতৃত্বে কতিপয় আনসারকে প্রেরণ করিলেন। আবু রাফে' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নানাহ রকমে কষ্ট দিত এবং তাঁহার শত্রুদের (মাল দৌলত দিয়া) সাহায্য করিত। হেজাজের ভূমিতে (খাইবারে) সে তাহার দুর্গে বাস করিত। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীগণ সূর্যাস্তের পর খাইবারের নিকটে পৌঁছিলেন। লোকজন তাহাদের পশুপাল লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) (সঙ্গীগণকে) বলিলেন, তোমরা এইখানে বস, আমি যাইয়া দারওয়ানের সহিত এমন কোন কৌশল করি যাহাতে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারি। তিনি অগ্রসর হইয়া ফটকের নিকটবর্তী হইলেন এবং কাপড় দ্বারা নিজের শরীর ঢাকিয়া এমনভাবে বসিয়া পড়িলেন যেন প্রস্রাব করিতে বসিয়াছেন। সমস্ত লোকজন ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল। দারওয়ান তাহাকে ডাকিয়া বলিল, হে আল্লাহর বান্দা, ভিতরে আসিতে চাহিলে আসিয়া যাও, আমি ফটক বন্ধ করিব। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিলাম। সমস্ত লোকজন ভিতরে প্রবেশ করিবার পর দারওয়ান ফটক বন্ধ করিয়া চাবিগুলি একটি পেরেকের সহিত ঝুলাইয়া রাখিল। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি উঠিয়া চাবিগুলি লইয়া ফটক খুলিয়া ফেলিলাম। আবু রাফের ঘরে রাত্রে গল্প গুজবের আসর বসিত। সে তাহার উপরতলার ঘরে ছিল। আসরের লোকজন তাহার নিকট হইতে চলিয়া গেলে, আমি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। আমি প্রত্যেক দরজা খুলিয়া ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিলাম, যাহাতে লোকজন আমার ব্যাপারে জানিতে পারিলেও যেন তাহারা আসিবার পূর্বেই আমি তাহাকে কতল করিয়া দিতে পারি। আমি যখন এইভাবে তাহার নিকট পৌঁছিলাম তখন সে অন্ধকার ঘরে তাহার পরিবার-পরিজনের মধ্যে ছিল। আমি

WWW.BANGLAKITAB.COM

ঠাহর করিতে পারিতেছিলাম না যে, সে কোন জায়গায় আছে। অতএব আমি তাহাকে হে আবুরাফে' বলিয়া আওয়াজ দিলাম। সে বলিল, কে? আমি শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম এবং তলোয়ার মারিলাম। কিন্তু আমি যেহেতু একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম সেহেতু আঘাত কার্যকর হইল না। সে চিৎকার করিয়া উঠিলে আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর আবার ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম, হে আবু রাফে' এই শোরগোল কিসের? সে বলিল, তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক, ঘরের ভিতর কে একজন আমার উপর তলোয়ারের আঘাত করিল। ইহা শুনিয়া আমি তাহার উপর এমন জোরে তলোয়ার মারিলাম যে, সে ঘায়েল হইল বটে কিন্তু নিহত হইল না। তারপর আমি তলোয়ারের মাথা তাহার পেটের উপর রাখিয়া এমন জোরে চাপ দিলাম যে, তলোয়ার তাহার পিঠে যাইয়া ঠেকিল। আমার পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে, এইবার আমি তাহার কাজ শেষ করিয়া দিয়াছি। অতঃপর আমি এক একটি করিয়া দরজা খুলিয়া সিঁড়ির নিকট পৌঁছিলাম। আমি সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিলাম এবং একজায়গায় পৌঁছিয়া আমি মনে করিলাম সিঁড়ি শেষ হইয়া গিয়াছে এবং আমি নিচে পৌঁছিয়া গিয়াছি। চাঁদনী রাত ছিল, আমি পা বাড়াইতেই পড়িয়া গেলাম এবং আমার পা ভাঙ্গিয়া গেল। পাগড়ি খুলিয়া পা বাঁধিলাম এবং চলিতে আরম্ভ করিলাম। ফটকের নিকট যাইয়া বসিয়া পড়িলাম। মনে মনে বলিলাম, আবু রাফে'কে আমি কতল করিতে পারিলাম কিনা এই খবর না লইয়া আজ রাত্রে আমি এখান হইতে বাহির হইব না। ভোরে যখন মোরগ ডাকিল তখন এক ব্যক্তি দূর্গের দেয়ালের উপর উঠিয়া ঘোষণা করিল যে, হেজাজবাসীদের ব্যবসায়ী আবু রাফে' মারা গিয়াছে। অতঃপর আমি সেখান হইতে সঙ্গীদের নিকট আসিয়া বলিলাম, শীঘ্র চল, আল্লাহ তায়ালা আবু রাফে'কে কতল করিয়া দিয়াছেন। আমরা মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বিস্তারিত ঘটনা শুনাইলাম। তিনি বলিলেন,

তোমার পা মেল। আমি পা মেলিয়া দিলে তিনি উহার উপর নিজের হাত মোবারক বুলাইয়া দিলেন। তাঁহার হাত মোবারক বুলাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার পা এমন ভাল হইয়া গেল যেন ইতিপূর্বে পায়ে কিছুই হয় নাই।

বোখারীর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিলেন তখন তিনি মিম্বারের উপর বসিয়াছিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, এই সকল চেহারা সফলকাম হইয়াছে। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার চেহারাও সফলকাম হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি তাহাকে কতল করিয়া আসিয়াছ? তাহারা বলিলেন, জ্বী হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের তলোওয়ার আমাকে দেখাও। তিনি তলোওয়ার লইয়া তাহা উত্তোলন করিলেন এবং বলিলেন, হাঁ, এই তলোয়ারের ধারের মধ্যে খাদ্যের চিহ্ন লাগিয়া রহিয়াছে। (বিদায়াহ)

ইহুদী ইবনে শাইবার হত্যার ঘটনা

হযরত মুহাইয়েসাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা ইহুদীদের মধ্যে যাহাকে পার হত্যা কর। ইবনে শাইবা নামক এক ইহুদী মুসলমানদের সহিত তাহার উঠাবসা এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত নির্দেশের পর হযরত মুহাইয়েসা (রাঃ) ইবনে শাইবার উপর আক্রমণ করিয়া বসিলেন এবং তাহাকে হত্যা করিলেন। হযরত মুহাইয়েসা (রাঃ)এর বড় ভাই হযরত হুওয়াইয়েসা তখনও মুসলমান হন নাই। ইবনে শাইবাকে হত্যা করার কথা শুনিয়া হুওয়াইয়েসা আপন ভাই হযরত মুহাইয়েসা (রাঃ)কে মারিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, ওরে আল্লাহর দুশমন, তুই তাহাকে হত্যা করিলি, অথচ আল্লাহর কসম, তোর পেটের অনেক চর্বি ইবনে

www.BANGLAKITAB.com

শাইবার মাল দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে। হযরত মুহাইয়েসা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাকে তোমার হত্যার হুকুম দেন তবে আমি তোমারও গর্দান উড়াইয়া দিব। আল্লাহর কসম, এই কথার দ্বারাই হযরত হুয়াইয়েসা (রাঃ)এর ইসলামের সূচনা হইল। (অর্থাৎ ভাইয়ের এই কথা তাহার অন্তরে আঘাত করিল।) হযরত হুয়াইয়েসা বলিলেন, আল্লাহর কসম, যদি (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাকে আমার হত্যার হুকুম দেন তবে কি তুমি আমাকেও হত্যা করিবে? হযরত মুহাইয়েসা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আল্লাহর কসম! হযরত হুয়াইয়েসা বলিলেন, আল্লাহর কসম, যে দ্বীন তোমাকে এই পর্যায়ে পৌছাইয়াছে তাহা সত্যই বড় বিস্ময়কর।

ইবনে ইসহাক (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মুহাইয়েসা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমাকে এমন এক ব্যক্তি ইবনে শাইবাকে হত্যার আদেশ দিয়াছেন, যদি তিনি তোমার হত্যার আদেশ দেন তবে আমি তোমার গর্দানও উড়াইয়া দিব। এই কারণে অবশেষে হযরত হুয়াইয়েসা (রাঃ) মুসলমান হইয়া গেলেন।

বনু কায়নুকা, বনু নযীর ও বনু কুরাইযার যুদ্ধসমূহ এবং উহাতে আনসারদের কৃতিত্ব

বনু কায়নুকার ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরে কোরাইশকে পরাজিত করিবার পর বনু কায়নুকা'র বাজারে ইহুদীদের সমবেত করিয়া বলিলেন, হে ইহুদীগণ, তোমরা বদরে কোরাইশদের ন্যায় এরূপ পরাজয়বরণের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ কর। ইহুদীগণ বলিল, কোরাইশগণ লড়াই করিতে জানিতে না। আমাদের সঙ্গে লড়াই করিলে বুঝিতে পারিতেন যে, আমরাই হইলাম পুরুষ। তাহাদের

এই কথা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ ... لِأُولِى الْأَبْصَارِ .

অর্থ ঃ আপনি এই কাফেরদিগকে বলিয়া দিন যে, অচিরেই তোমরা পরাভূত হইবে এবং তোমাদিগকে সমবেত করিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। আর উহা নিকৃষ্ট বাসস্থান।

নিশ্চয় তোমাদের জন্য মহান নিদর্শন রহিয়াছে দুই দলের মধ্যে যাহারা পরস্পর মুখামুখী হইয়াছিল। একদল তো আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিতেছিল আর অন্য দল ছিল কাফের। এই কাফেররা নিজদিগকে মুসলমানদের দ্বিগুণ দেখিতেছিল প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে। আর আল্লাহ স্বীয় সাহায্য দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে মহান উপদেশ রহিয়াছে চক্ষুষ্মান লোকদের জন্য।

আবু দাউদের রেওয়ায়াতে আছে যে, ইহুদীরা বলিল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনভিজ্ঞ ও যুদ্ধ করিতে জানে না, এমন কিছু কোরাইশের লোককে কতল করিয়া আপনি ধোকায় পড়িবেন না। আমাদের সহিত যুদ্ধ করিলে বুঝিতে পারিতেন আমরাই হইলাম বীর পুরুষ, আমাদের ন্যায় লোকের মুখামুখী আপনি এখনও হন নাই।

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পরাজিত হইবার পর মুসলমানগণ তাহাদের ইহুদী বন্ধুদেরকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর বদরের ন্যায় এরূপ দিন আনিবার পূর্বেই তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। ইহুদী মালেক ইবনে সাইফ বলিল, যুদ্ধ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ কোরাইশের একদলকে পরাজিত করিয়া তোমরা ধোকায় পড়িয়াছ কি? আমরা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তবে তোমরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না। হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কিছু ইহুদী বন্ধু আছে যাহারা অনেক শক্তিশালী। তাহাদের নিকট অস্ত্র-শস্ত্রও যথেষ্ট পরিমাণ রহিয়াছে এবং তাহারা অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তিও রাখে।

WWW.BANGLAKITAB.COM

তথাপি আমি ইহুদীদের বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বন্ধুত্ব গ্রহণ করিলাম, এখন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ব্যতীত আমার কোন বন্ধু নাই। (মোনাফেক) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বলিল, আমি কিন্তু ইহুদীদের বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমার তাহাদের (সহিত বন্ধুত্বের) প্রয়োজন রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে বলিলেন, হে আবুল হুবাব, তুমি ওবাদাহ ইবনে সামেতের সহিত জিদ করিয়া ইহুদীদের বন্ধুত্বকে গ্রহণ করিয়াছ। তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব তোমার জন্যই হউক। ইহুদীদের সহিত ওবাদার বন্ধুত্বের প্রয়োজন নাই। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বলিল, আমি তাহাই কবুল করিলাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন—

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ ... وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তাহারা পরস্পর বন্ধু, আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হইতে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে, নিশ্চয় সে তাহাদেরই মধ্যে গণ্য হইবে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যাহাদের অন্তরে রোগ রহিয়াছে তাহাদিগকে আপনি দেখিবেন, দৌড়াইয়া যাইয়া তাহাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তাহারা বলে, আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যে, আমাদের উপর কোন বিপদ আসিয়া পড়ে। অতএব আশা যে, অচিরেই আল্লাহ তায়ালা (মুসলমানদের) পূর্ণ বিজয় প্রকাশ করিবেন অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হইতে (প্রকাশ করিবেন), ফলে তাহারা স্বীয় গোপন মনোভাবের কারণে লজ্জিত হইবে। আর মুসলমানগণ বলিবে, ইহারাই কি সেই সমস্ত লোক যাহারা অতি দৃঢ়তা সহকারে আল্লাহর নামে শপথ করিত যে, আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। ইহাদের সমস্ত কর্ম (কৌশল)ই ব্যর্থ হইয়া গেল, ফলে

তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া রহিল। হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হইতে ফিরিয়া যায়। তবে (ইসলামের কোন ক্ষতি নাই। কেননা) আল্লাহ তায়ালা সত্বরই (তাহাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবেন যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসিবেন এবং তাহারাও আল্লাহকে ভালবাসিবে, তাহারা মুসলমানদের প্রতি মেহেরবান থাকিবে, কাফেরদের প্রতি কঠোর হইবে। তাহারা জেহাদ করিবে আল্লাহর পথে আর তাহারা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করিবে না। ইহা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা সুপ্রশস্ত, মহাজ্ঞানী। তোমাদের বন্ধু ত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল এবং মুমিনগণ—যাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে এই অবস্থায় যে তাহাদের মধ্যে বিনয় থাকে। আর যাহারা আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং ঈমানদারগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাহারাই (আল্লাহর দল এবং) নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী। হে ঈমানদারগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে যাহারা তোমাদের ধর্মকে হাসি ও তামাশার বস্তু করিয়া রাখিয়াছে তাহাদিগকে এবং অন্যান্য কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হইয়া থাক। আর যখন তোমরা (আযান দ্বারা) নামাযের জন্য আহবান কর, তখন তাহারা উহার সহিত হাসি ও তামাশা করে, ইহার কারণ এই যে, তাহারা এমন লোক যে মোটেই জ্ঞান রাখে না। আপনি বলিয়া দিন, হে আহলে কিতাবগণ, আমাদের সহিত তোমাদের ইহা ব্যতীত আর কি শত্রুতা যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি আল্লাহর প্রতি এবং সেই কিতাবের প্রতি যাহা আমাদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে এবং সেই কিতাবের প্রতি যাহা পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে। আর তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান। আপনি বলিয়া দিন, আমি কি তোমাদিগকে সেই পন্থা বলিয়া দিব, যাহা প্রতিদান প্রাপ্তি হিসাবে উহা হইতেও (যাহাকে তোমরা মন্দ বলিয়া জান) আল্লাহর নিকট অধিক নিকৃষ্ট! তাহা ঐ সমস্ত লোকদের পন্থা, যাহাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং যাহাদের প্রতি

www.BANGLAKITAB.com

ক্রোধান্বিত হইয়াছেন এবং যাহাদের কতককে তিনি বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহারা শয়তানের আরাধনা করিয়াছে, তাহারাই মর্যাদার দিক দিয়া নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ হইতেও বহুদূরে। যখন তাহারা তোমাদের নিকট আগমন করে, তখন বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি, অথচ তাহারা কুফরই লইয়া আসিয়াছিল এবং কুফরই লইয়া চলিয়া গিয়াছে, এবং আল্লাহ তো খুবই জানেন, যাহা ইহারা গোপন করিত। আর আপনি তাহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখিতেছেন, যাহারা দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া পাপ এবং যুলুম এবং হারাম ভক্ষণে নিপতিত হইতেছে, বাস্তবিকই তাহাদের এই কার্য মন্দ। তাহাদিগকে আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলেমগণ পাপের কথা হইতে এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হইতে কেন নিষেধ করিতেছে না? বাস্তবিকই তাহাদের এই অভ্যাস নিন্দনীয়। আর ইহুদীরা বলিল, আল্লাহর হাত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাদেরই হাত বন্ধ এবং তাহাদের এই উক্তির দরুন তাহারা রহমত হইতে বিদূরিত হইয়াছে। বরং তাহার (আল্লাহর) ত উভয় হাত উন্মুক্ত, যেরূপে ইচ্ছা ব্যয় করেন, আপনার পালনকর্তার পক্ষ হইতে আপনার প্রতি যে কালাম অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার দরুন তাহাদের মধ্যে অনেকের নাফরমানী ও কুফুর বৃদ্ধি পাইবে এবং আমি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঢালিয়া দিয়াছি, তাহারা যখনই (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে আল্লাহ তাহা নির্বাপিত করিয়া দেন। এবং তাহারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তি ছড়াইয়া বেড়ায়, আর আল্লাহ তায়ালা অশান্তি বিস্তারকারীদিগকে ভালবাসেন না। আর এই আহলে কিতাব (ইহুদী–নাসারা)গণ যদি ঈমান আনিত এবং তাকওয়া অবলম্বন করিত তবে আমি অবশ্যই তাহাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করিয়া দিতাম এবং অবশ্যই তাহাদিগকে শান্তির উদ্যানসমূহে দাখিল করিতাম। আর যদি ইহারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কোরআন) তাহাদের রব্বের পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি নাযিল করা হইয়াছে, উহার উপর যথারীতি আমলকারী হইত তবে তাহারা উপর (অর্থাৎ আসমান)

হইতে এবং পায়ের নীচ (অর্থাৎ জমিন) হইতে ভক্ষণ করিত। ইহাদের একদল তো সরল পথের পথিক আর ইহাদের অধিকাংশ এইরূপ যে, তাহাদের কার্যকলাপ অতি জঘন্য। হে রাসূল, যাহা কিছু আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে আপনার প্রতি নাযিল করা হইয়াছে, আপনি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছাইয়া দিন, আর যদি এইরূপ না করেন, তবে (যেন) আপনি আল্লাহর একটি পয়গামও পৌঁছান নাই, আর আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফের) হইতে রক্ষা করিবেন।”

হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, বনু কায়নুকা’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে (মুনাফিক) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিল এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য দাঁড়াইয়া গেল। বনু আওফ গোত্রের হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর ন্যায় বনু কায়নুকা’ এর মিত্র ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বনু কায়নুকা’ এর সহিত তাহার মিত্রতা বর্জন ও আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মিত্রতা স্থাপনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিলাম এবং এই সকল কাফেরদের বন্ধুত্ব ও তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলাম। অতএব হযরত ওবাদাহ (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রসঙ্গে সূরা মায়েদার পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে।

বনু নাযীর এর ঘটনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধের আগে কোরাইশের কাফেরগণ (মদীনায়) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক এবং অন্যান্য মূর্তিপূজকদের নিকট চিঠি লিখিল। উহাতে তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

www.BANGLAKITAB.com

আশ্রয় দেওয়ার উপর তাহাদিগকে ধমক দিল এবং সমগ্র আরব লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করিবে বলিয়া হুমকি দিল। এই চিঠি পাওয়ার পর আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তাহার সঙ্গীগণ মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিবার এরাদা করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই বিষয়ে সংবাদ পাইয়া) তাহাদের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, কোরাইশগণ তোমাদিগকে যেরূপ ধোকা দিয়াছে, এরূপ ধোকা তাহারা আর কাহাকেও দেয় নাই। তাহারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধাইতে চাহিতেছে। (কারণ মুসলমানদের মধ্যে তোমাদের আত্মীয় স্বজন রহিয়াছে।) তাহারা (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) এই কথা শুনিয়া সঠিক জিনিস বুঝিতে পারিল এবং (যুদ্ধের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া) এদিক সেদিক কাটিয়া পড়িল।

বদর যুদ্ধের পর কোরাইশের কাফেরগণ ইহুদীদের নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিল যে, তোমাদের নিকট তো অস্ত্র-শস্ত্র ও দুর্গ রহিয়াছে। (অতএব তোমরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদেরকে হত্যা কর। অন্যথায়) তাহাদিগকে বিভিন্ন রকমের হুমকি দিল। ইহাতে প্রভাবিত হইয়া (ইহুদী গোত্র) বনু নাযীর মুসলমানদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে প্রস্তুত হইল। তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সংবাদ পাঠাইল যে, আপনি আপনার তিনজন সঙ্গী লইয়া আসুন, আমাদের তিনজন আলেম আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন (এবং তাহারা আপনার সহিত কথা-বার্তা বলিবেন।) যদি এই তিনজন আপনার উপর ঈমান আনয়ন করেন তবে আমরাও আপনার অনুসরণ করিব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রস্তাব অনুযায়ী প্রস্তুত হইলেন। ইহুদীদের উক্ত তিন ব্যক্তি চাদরের ভিতর খঞ্জর লুকাইয়া রাখিল (যেন কথার ফাঁকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করিতে পারে।) বনু নাযীরের একজন মহিলার এক ভাই মুসলমান হইয়াছিল এবং আনসারদের মধ্যে ছিল। উক্ত মহিলা বনু নাযীরের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাহার ভাইকে

সংবাদ দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের নিকট পৌঁছিবার পূর্বেই মহিলার ভাই এই বিষয়ে তাঁহাকে অবহিত করিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং পরদিন ভোরে ভোরে মুসলমানদের লশকর লইয়া যাইয়া সেই দিনই তাহাদের অবরোধ করিলেন। অতঃপর পরদিন বনু কোরাইযাকে অবরোধ করিলেন। বনু কোরাইযার ইহুদীরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইল। তাহাদের সহিত চুক্তিপত্র হইতে অবসর হইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বনু নাযীরের নিকট আসিলেন। (তাহারা চুক্তিবদ্ধ হইতে সম্মত না হওয়ার কারণে) তিনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। অবশেষে তাহারা দেশান্তরিত হওয়ার শর্তে সন্ধি করিল। ইহাও শর্ত করা হইল যে, অস্ত্র ব্যতীত নিজেদের উটের পিঠে যাহা কিছু সামান পত্র লইয়া যাওয়া সম্ভব হয় তাহা লইয়া যাইতে পারিবে। শর্তানুসারে তাহারা সবকিছু উটের পিঠে তুলিয়া লইতেছিল। এমনকি নিজেদের ঘরের দরজা পর্যন্ত উঠাইয়া লইল। এইভাবে তাহারা নিজ হাতে নিজেদের ঘর-দোর ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়া প্রয়োজনীয় কাষ্ঠখণ্ডাদি উঠাইয়া লইতেছিল। সিরিয়ার দিকে ইহাই তাহাদের প্রথম নির্বাসন ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নাযীরের অবরোধ বহাল রাখিলেন। অবস্থা চরমে পৌঁছিলে তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল শর্তাদি মানিতে বাধ্য হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সহিত এই মর্মে চুক্তি করিলেন যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে না, কিন্তু তাহারা নিজেদের এলাকা ও দেশ ছাড়িয়া সিরিয়ার আযরাআত নামক স্থানে চলিয়া যাইবে এবং সেখানে বসবাস করিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের প্রতি তিনজনকে একটি উট ও একটি পানির মশক লইয়া যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বনু নাযীরের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন

www.BANGLAKITAB.com

এবং বনু নাযীরকে তিন দিনের ভিতর দেশত্যাগের কথা জানাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন।

ইবনে সা'দ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)কে বনু নাযীরের নিকট এই নির্দেশ দিয়া পাঠাইলেন যে, তোমরা আমার শহর হইতে বাহির হইয়া যাও। তোমরা যখন আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতার ইচ্ছা করিয়াছ তখন আমার সহিত একত্রে বসবাস করিতে পারিবে না। আমি তোমাদিগকে (এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার জন্য) দশ দিনের সময় দিলাম।

বনু কোরাইযার ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া লোকদের পিছন পিছন যাইতেছিলাম। হঠাৎ পিছনে কাহারো পায়ের আওয়াজ শুনিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) ও তাহার ভাতিজা হযরত হারেস ইবনে আওস (রাঃ) আসিতেছেন। হযরত সা'দ (রাঃ)এর হাতে একটি ঢাল ছিল। আমি মাটির উপর বসিয়া গেলাম। হযরত সা'দ (রাঃ) পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি লোহার বর্ম পরিহিত ছিলেন। (দীর্ঘদেহী হওয়ার দরুন) তাহার শরীরের কিছু অংশ বর্মের বাহিরে ছিল। আমার আশঙ্কা হইল যে, তাহার দেহের এই উন্মুক্ত অংশে শত্রুর আঘাত না লাগে। হযরত সা'দ (রাঃ) স্থূলকায় ও দীর্ঘদেহী দিলেন। তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে যাইতেছিলেন—

لَبِّثْ قَلِيْلاً يُدْرِكِ الْهَيْجَا حَمَلْ مَا اَحْسَنَ الْمَوْتَ اِذَا حَانَ الْاَجَلْ

অর্থ ঃ একটু থাম, হামল (নামী ব্যক্তি)কেও যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিতে দাও, মৃত্যু কতই না সুন্দর লাগে যখন উহার সময় উপস্থিত হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি উঠিয়া একটি বাগানে

ঢুকিলাম। সেখানে কয়েকজন মুসলমান সহ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বসিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? আল্লাহর কসম, তোমার ভারী সাহস! তোমার কি এই আশঙ্কা হয় না যে, হয়ত কোন বিপদ হইতে পারে বা যুদ্ধে পরাজয় ঘটিতে পারে, আর তখন আত্মরক্ষার জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ হইয়া যায়? (অতএব যুদ্ধ চলাকালীন তোমার এইভাবে ঘরের বাহিরে আসা কোনক্রমেই উচিত হয় নাই।) (হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,) হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে এতবেশী তিরস্কার করিতে থাকিলেন যে, আমার ইচ্ছা করিতেছিল যে, যদি মাটি ফাটিয়া যাইত তবে আমি উহার ভিতর প্রবেশ করিতাম। এমন সময় লৌহশিরস্ত্রাণ পরিহিত ব্যক্তি মাথা হইতে তাহার শিরস্ত্রান উঠাইলে দেখিলাম, তিনি হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)। তিনি বলিলেন, হে ওমর, তোমার ভাল হোক, আজ তুমি (এই বেচারিকে) অনেক বেশী বলিয়া ফেলিয়াছ। আমরা পরাজিত হইয়া অথবা পালাইয়া আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কাহার নিকট যাইব?

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, (হযরত সা'দ (রাঃ) সম্পর্কে আমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল।) কোরাইশের ইবনে আরেকা নামী এক ব্যক্তি 'লও আমার তীর, আমি ইবনে আরেকা' বলিয়া হযরত সা'দ (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া একটি তীর নিক্ষেপ করিল। তাহার তীর আসিয়া হযরত সা'দ (রাঃ)এর বাহুস্থিত শিরার উপর লাগিল এবং শিরা কাটিয়া গেল। হযরত সা'দ (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, বনু কোরাইযার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি দেখিয়া আমার চক্ষু শীতল না হওয়া পর্যন্ত আমাকে মৃত্যু দিও না। ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াতের যুগে বনু কোরাইযা হযরত সা'দ (রাঃ)এর বন্ধু ও মিত্র ছিল। (হযরত সা'দ (রাঃ)এর দোয়ার পর) তাহার যখম হইতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হইয়া গেল। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা মুশরিক বাহিনীর উপর তুফান পাঠাইলেন

www.BANGLAKITAB.com

এবং আল্লাহ তায়ালার এমন সাহায্য আসিল যে, মুসলমানদের আর লড়াই করিতে হইল না। আল্লাহ তায়ালা শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।

অতঃপর আবু সুফিয়ান ও তাহার দলবল তেহামার দিকে, উআইনা ইবনে বদর ও তাহার দলবল নাজদের দিকে চলিয়া গেল। বনু কোরাইযার ইহুদীগণ নিজেদের দূর্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার নির্দেশে হযরত সা'দ (রাঃ)এর জন্য মসজিদে একটি চামড়ার তাঁবু টানানো হইল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এমন সময় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আসিলেন। তাঁহার সম্মুখের দাঁতের উপর ধুলাবালি লাগিয়াছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, আপনি কি অস্ত্র রাখিয়া দিয়াছেন? না, আল্লাহর কসম, ফেরেশতাগণ এখনও অস্ত্র রাখেন নাই। আপনি বনু কোরাইযার দিকে চলুন এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করুন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় যুদ্ধের পোষাক পরিধান করিলেন এবং লোকদের মধ্যে রওয়ানা হওয়ার জন্য ঘোষণা দিলেন যে, বাহির হইয়া পড়। মসজিদের আশে পাশে বনু গানমের বসতি ছিল। তাহারা মসজিদের প্রতিবেশী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট দিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছুক্ষণ পূর্বে তোমাদের নিকট দিয়া কে গিয়াছেন? তাহারা বলিলেন, হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ) গিয়াছেন। (হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম কখনও কখনও হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ)এর আকৃতি ধারণ করিয়া আসিতেন বলিয়া) হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামের দাড়ি, বয়স ও চেহারা দেখিতে হযরত দেহইয়া (রাঃ)এর ন্যায় ছিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঁচিশ দিন পর্যন্ত বনু কোরাইযাকে অবরোধ করিয়া রাখিলেন। অবরোধ কঠিন আকার ধারণ করিলে বনু কোরাইযা নিরুপায় হইল এবং তাহাদের দুর্দশা

বৃদ্ধি পাইল। তাহাদিগকে বলা হইল যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা মানিয়া লও। তাহারা এই ব্যাপারে হযরত আবু লুবাবা ইবনে আব্দিল মুনযির (রাঃ)এর নিকট পরামর্শ চাহিলে তিনি তাহাদিগকে ইশারায় বলিলেন, তোমরা জবাই হইবে। পরিশেষে বনু কোরাইযা বলিল, আমাদের ব্যাপারে আমরা হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর ফয়সালা মানিয়া লইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঠিক আছে, সা'দ ইবনে মুআযের ফয়সালাই মানিয়া লও। অতএব হযরত সা'দ (রাঃ)কে গাধার পিঠে খেজুর ছালের তৈরী গদির উপর বসাইয়া আনয়ন করা হইল। তাহার কাওমের লোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া চলিতেছিল এবং (বনু কোরাইযার ব্যাপারে) তাহাকে বলিতেছিল যে, হে আবু আমর, ইহারা তোমারই বন্ধু ও মিত্র, বিপদ–আপদে কাজে আসে, তাহাদের সম্পর্কে তোমার ভালভাবেই জানা আছে। হযরত সা'দ (রাঃ) (সকলের কথা শুনিতে থাকিলেন এবং চুপ করিয়া রহিলেন,) তাহাদের কোন কথার উত্তরও দিলেন না, তাহাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। তারপর যখন বনু কোরাইযার এলাকার নিকটবর্তী হইলেন তখন নিজের কাওমকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার জন্য এখন সেই সময় আসিয়াছে যে, আমি আল্লাহর ব্যাপারে কাহারো তিরস্কারের পরওয়া না করি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন হযরত সা'দ (রাঃ) দৃষ্টিগোচর হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা দাঁড়াইয়া তোমাদের সাইয়েদ (সর্দার)কে (সতর্কতার সহিত) সওয়ারী হইতে নামাও। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাদের সাইয়েদ তো আল্লাহ তায়ালা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে নামাইয়া লও। সকলে তাহাকে (সওয়ারী হইতে) নামাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহাদের (বনু কোরাইযার) ব্যাপারে ফয়সালা কর। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আমি (এই) ফয়সালা

www.BANGLAKITAB.com

করিতেছি যে, (যেহেতু তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে সেহেতু) তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ করিতে সক্ষম লোকদেরকে হত্যা করা হউক, তাহাদের সন্তানদেরকে বন্দী করা হউক এবং তাহাদের যাবতীয় মালামাল (মুসলমানদের মধ্যে) বন্টন করিয়া দেওয়া হউক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর ফয়সালা অনুযায়ী ফয়সালা করিয়াছ। তারপর হযরত সা'দ (রাঃ) দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, আপনি যদি আপনার নবীর সহিত কোরাইশের কোন যুদ্ধ বাকি রাখিয়া থাকেন তবে আমাকে (উহাতে অংশগ্রহণের জন্য) বাকি রাখুন ; আর যদি আপনার নবীর সহিত কোরাইশের যুদ্ধ শেষ করিয়া দিয়া থাকেন তবে আমাকে (মওত দান করিয়া) উঠাইয়া লইয়া যান। এই দোয়া করিতেই তাহার ক্ষতস্থান হইতে পুনরায় রক্তক্ষরণ আরম্ভ হইল। অথচ তাহার সেই ক্ষতস্থান শুকাইয়া কানের রিংএর ন্যায় ছোট দেখাইতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য যে তাঁবু টানাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি সেই তাঁবুতে চলিয়া আসিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, (কয়েক দিন পর তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল এবং) ইন্তেকালের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) তাহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। তাহার ইন্তেকালে ইহারা সকলে কাঁদিতেছিলেন। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ রহিয়াছে, আমি নিজের হুজরা হইতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) উভয়ের কান্নার আওয়াজ পৃথক পৃথকভাবে চিনিতে পারিতেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) পরস্পর এরূপ রহম দিল ছিলেন, যেরূপ আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন, رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে সদয়।

হযরত আলকামা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, হে

আম্মাজান, (এরূপ শোকের সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করিতেন? তিনি বলিলেন, কাহারো জন্য তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইত না ঠিক, তবে কাহারো ব্যাপারে অধিক শোক দুঃখ হইলে তিনি নিজের দাড়ি মোবারক ধরিতেন। (অধিকাংশ এরূপ হইলেও কখনও কখনও চক্ষু হইতে অশ্রুও নির্গত হইত।)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর ইন্তেকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদিলেন এবং তাঁহার সাহাবা (রাঃ)ও কাঁদিলেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত খুব বেশী দুঃখের সময় আপন দাড়ি মোবারক ধরিতেন। আমি সেদিন আমার পিতা ও হযরত ওমর (রাঃ)এর কান্নার আওয়াজ পৃথক পৃথকভাবে চিনিতে পারিতেছিলাম। হযরত আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর জানাযা হইতে ফিরিলেন তখন তাঁহার দাড়ি মোবারকের উপর অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

দ্বীনী মর্যাদার উপর আনসার (রাঃ)দের গর্ব প্রকাশ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একবার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় পরস্পর গর্ব করিতে লাগিলেন। আওস গোত্রীয়গণ বলিলেন, আমাদের মধ্যে এমন সাহাবী রহিয়াছেন যাহাকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়াছিলেন। তিনি হইলেন হযরত হানযালা ইবনে রাহেব (রাঃ)। আমাদের মধ্যে হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) ছিলেন, যাঁহার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কাঁপিয়াছে এবং আমাদের মধ্যে হযরত আসেম ইবনে আফলাহ (রাঃ)এর ন্যায় সাহাবী ছিলেন, যাঁহা (র লাশ)কে মৌমাছির দল হেফাজত করিয়াছে এবং আমাদের মধ্যে হযরত খুযাইমা ইবনে সাবেত (রাঃ)এর ন্যায় সাহাবী রহিয়াছেন, যাঁহার একার সাক্ষ্যকে দুই জনের সাক্ষ্যের সমতুল্য গণ্য করা হইয়াছে। খাযরাজ গোত্রীয়গণ বলিলেন, আমাদের

www.BANGLAKITAB.com

মধ্যে চারজন এমন রহিয়াছেন, যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সম্পূর্ণ কোরআন হেফজ করিয়াছিলেন, আর কেহ এরূপ করিতে পারে নাই। তাঁহারা চার জন হইলেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) ও হযরত আবু যায়েদ (রাঃ)।

আনসার (রাঃ)দের দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও অস্থায়ী ভোগ্যবস্তুর ব্যাপারে সবর এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল (সাঃ)এর উপর সন্তুষ্টি

মক্কা বিজয়ে আনসার (রাঃ)দের ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাবাহ (রহঃ) বলেন, একবার রমজান মাসে কয়েকটি প্রতিনিধিদল হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর নিকট আসিল। সেই প্রতিনিধি দলের মধ্যে আমিও ছিলাম এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)ও ছিলেন। আমরা পরস্পর একে অন্যের জন্য খাবার তৈয়ার করিয়া দাওয়াত করিতাম। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আমাদিগকে অনেক বেশী দাওয়াত করিয়া খাওয়াইলেন। বর্ণনাকারী হাশেম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বেশীর ভাগই আমাদিগকে দাওয়াত করিয়া নিজের অবস্থানস্থলে লইয়া যাইতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে রাবাহ (রহঃ) বলেন, একদিন আমি (মনে মনে) বলিলাম, আমিও কি খাবার তৈয়ার করিয়া সকলকে আমার অবস্থানস্থলে দাওয়াত করিতে পারি না? অতএব আমি খাবার তৈয়ার করিলাম এবং এশার সময় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিলাম, আজ রাত্রে আমার সেখানে খাওয়ার দাওয়াত রহিল। তিনি বলিলেন, আজ তুমি আমার আগে চলিয়া গেলে? আমি বলিলাম, জ্বী, হাঁ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাবাহ (রহঃ) বলেন, আমি সকলকে দাওয়াত করিলাম এবং তাহারা আমার নিকট খাইলেন। হযরত আবু

হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, হে আনসারগণ, আমি কি তোমাদিগকে তোমাদের ঘটনা শুনাইব? অতঃপর তিনি মক্কা বিজয়ের ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হইলেন এবং মক্কায় (বিজয়ীরূপে) প্রবেশ করিলেন। হযরত যুবাইর (রাঃ)কে সৈন্যদের এক দলের উপর ও হযরত খালেদ (রাঃ)কে অপর এক দলের উপর আমীর করিয়া পাঠাইলেন এবং নিরস্ত্র মুসলমানদের উপর হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করিলেন। তাহারা উপত্যকার মধ্যবর্তী পথ ধরিয়া চলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বাহিনীর মধ্যে রহিলেন। কোরাইশগণ বিভিন্ন গোত্র হইতে কিছু লোক সমবেত করিল এবং বলিল, আমরা ইহাদিগকে অগ্রভাগে রাখিব। যদি ইহাদিগকে বিজয়ী হইতে দেখি তবে আমরাও তাহাদের সহিত মিলিত হইব। আর যদি তাহারা পরাজিত হয় তবে তিনি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাহা দাবী করিবেন আমরা তাহা পূরণ করিব।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে দেখিলেন। বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, আমি বলিলাম, লাব্বায়েক ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলিলেন, যাও, আনসারদিগকে আমার নিকট আসিবার জন্য আওয়াজ দাও, আনসার ব্যতীত অন্য কেহ যেন তাহাদের সহিত না আসে। আমি তাহাদের সকলকে আওয়াজ দিলাম। তাহারা আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিদিকে সমবেত হইলে তিনি বলিলেন, তোমরা কোরাইশদের বিভিন্ন গোত্র হইতে সন্নিবেশিত আজে বাজে লোকজন ও তাহাদের তাবেদার বাহিনীকে দেখিতে পাইতেছ কি? অতঃপর তিনি নিজের একহাত অপর হাতের উপর মারিয়া বলিলেন, এই সবগুলিকে (ক্ষেত কাটার ন্যায়) কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেল এবং সাফা পাহাড়ের নিকট আমার সহিত মিলিত হও।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা এই নির্দেশের পর

www.BANGLAKITAB.com

অগ্রসর হইলাম। কোরাইশের সেই বাহিনীর অবস্থা এই হইল যে, আমাদের প্রত্যেকেই যত ইচ্ছা তাহাদেরকে হত্যা করিল, তাহাদের কাহারই আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার ক্ষমতা রহিল না। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, (আজ তো) কোরাইশ গোষ্ঠী শেষ হইয়া যাইবে। আজকের পর আর কোরাইশ অবশিষ্ট থাকিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে নিজের দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিবে সে নিরাপদ হইবে। যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ হইবে। এই ঘোষণার পর লোকেরা নিজেদের দরজা বন্ধ করিয়া লইল। (মক্কা বিজয়ের পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদের নিকট গেলেন এবং উহা চুম্বন করিয়া বাইতুল্লার তওয়াফ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি ধনুক ছিল যাহার এক কোণা তিনি ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। একপার্শ্বে একটি মূর্তি স্থাপন করা ছিল। মক্কার কাফেরগণ উহার উপাসনা করিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তওয়াফের সময় সেই মূর্তির নিকট দিয়া অতিক্রমকালে হাতের ধনুক দ্বারা উহার চোখের উপর খোঁচা মারিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন—

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا –

অর্থ ঃ সত্য আসিয়াছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।

অতঃপর তিনি সাফা পাহাড়ের নিকট আসিলেন এবং উহার এতখানি উপরে আরোহণ করিলেন যেখান হইতে বাইতুল্লাহ শরীফ দেখা যায়। সেখানে কিছুক্ষণ হাত উঠাইয়া দোয়া ও যিকরে মশগুল রহিলেন। আনসারগণ তখন পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে তো নিজ এলাকার মুহাব্বত ও আপন বংশের প্রতি মায়া-মমতায় ধরিয়াছে। (যে কারণে হাজার জুলুম অত্যাচার করা

সত্ত্বেও আপন কাওমকে হত্যা করিলেন না। আগামীতে হয়ত মদীনা ছাড়িয়া তিনি মক্কায়ই থাকিয়া যাইবেন।) ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হইতে আরম্ভ হইল। তাঁহার উপর ওহী নাযিল হইতে লাগিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতাম। ওহী নাযিল হইতে আরম্ভ হইলে তাহা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের কেহ তাঁহার প্রতি চোখ তুলিয়া তাকাইতে পারিত না। ওহী নাযিল হওয়া শেষ হইলে তিনি মাথা মোবারক উঠাইলেন এবং বলিলেন, হে আনসারগণ, তোমরা কি এরূপ বলিয়াছ যে, এই ব্যক্তিকে তো নিজ এলাকার মুহব্বত ও আপন বংশের প্রতি মায়া-মমতায় ধরিয়াছে? আনসারগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা এই কথা বলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে আমার নাম কি হইবে? (অর্থাৎ আমি যদি আপন এলাকার মহব্বতে ও আপন বংশের মায়া-মমতায় প্রভাবিত হইয়া কাজ করি তবে আল্লাহর রাসূল কিরূপে রহিলাম?) নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। (আমি তাহাই করিব যাহা আল্লাহ তায়ালা বলিবেন। আমি নিজের ইচ্ছামত কিছুই করিব না।) আমি আল্লাহর প্রতি এবং তোমাদের প্রতি হিজরত করিয়াছি। তোমাদের সহিত জীবন অতিবাহিত করিব এবং তোমাদের নিকট মৃত্যুবরণ করিব। এই কথা শুনিয়া আনসারগণ (আনন্দের অতিশয্যে) কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আল্লাহর কসম, আমরা এই কথা শুধু এই জন্য বলিয়াছি, যাহাতে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল শুধু আমাদেরই হইয়া থাকেন। (আমাদিগকে ছাড়িয়া আর কোথাও চলিয়া না যান, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি একান্ত মহব্বতের দরুন আমরা এরূপ কথা বলিয়াছি।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল তোমাদিগকে সত্যবাদী বলিয়া জানেন এবং তোমাদের ওজরকে গ্রহণ করিতেছেন (যে, তোমরা একান্ত মহব্বতের দরুণ এরূপ কথা বলিয়াছ)।

WWW.BANGLAKITAB.COM

হুনাইনের যুদ্ধে আনসারদের ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন হাওয়াযেন ও গাতফান ও অন্যান্য কাফের গোত্রসমূহ নিজেদের গৃহপালিত পশু ও সন্তান–সন্ততি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। (সে যুগে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন না করার দৃঢ় সংকল্প করিত তাহারা এরূপ করিত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দশ হাজার মুসলমান ছিলেন এবং মক্কার সেই সকল (নওমুসলিম) লোকেরাও ছিল, যাহাদিগকে (ক্ষমা করিয়া দিয়া মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং) তোলাকা বলা হইত। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহারা ময়দান ছাড়িয়া পলায়ন করিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা রহিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন দুইটি পৃথক পৃথক ডাক দিয়াছিলেন। প্রথম তিনি ডান দিকে ফিরিয়া ডাক দিলেন, হে আনসারগণ! আনসারগণ বলিলেন, লাব্বায়েক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আমরা আপনার সহিত রহিয়াছি। অতঃপর বাম দিকে ফিরিয়া তিনি ডাক দিলেন, হে আনসারগণ! আনসারগণ বলিলেন, লাব্বায়েক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আমরা আপনার সহিত রহিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা খচ্চরের পিঠে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি উহা হইতে অবতরণ করিয়া বলিলেন, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। অতঃপর মুশরিকগণ পরাজিত হইল। সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু গণীমতের মাল লাভ করিলেন। তিনি সমস্ত গণীমতের মাল মুহাজিরীন ও (মক্কার নওমুসলিম) তোলাকাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন এবং আনসারগণকে উহা হইতে কিছুই দিলেন না। আনসাগণ বলিলেন, যখন কোন কঠিন কাজের সময় হয় তখন আমাদিগকে ডাকা হয়, আর যখন গণীমতের মাল বন্টনের সময় হয় তখন তাহা অন্যদের মধ্যে বন্টন করা হয়। আনসারদের এই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে পৌঁছিল। তিনি

তাহাদিগকে একটি তাঁবুতে সমবেত করিয়া বলিলেন, হে আনসারগণ, আমার নিকট এ কেমন কথা পৌঁছিয়াছে? আনসারগণ, চুপ করিয়া রহিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আনসারগণ, তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, সকলে দুনিয়া লইয়া (ঘরে) যাইবে, আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে তোমাদের ঘরে লইয়া যাইবে? তাহারা বলিলেন, হাঁ, আমরা সন্তুষ্ট আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি লোকেরা প্রান্তরের পথে চলে এবং আনসারগণ পাহাড়ী পথে চলে তবে আমিও আনসারদের পাহাড়ী পথে চলিব। বর্ণনাকারী হযরত হেশাম (রহঃ) বলেন, আমি (হযরত আনাস (রাঃ)কে বলিলাম, হে আবু হামযা, আপনি কি সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন? হযরত আনাস (রাঃ) বলিলেন, আমি কোথায় গায়েব হইব?

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে গণীমতের বহু মালামাল লাভ হইবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা সম্পূর্ণই কোরাইশ ও আরবের সেই সকল (নওমুসলিম) লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন, যাহাদের মন রক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। আনসারগণ উহা হইতে কম বেশী কিছুই পাইলেন না। ইহাতে তাহারা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ বলিল, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আপন কাওমের সাক্ষাৎ পাইয়া গিয়াছেন। (এখন তিনি মক্কায় থাকিয়া যাইবেন, মদীনায় আর ফিরিয়া যাইবেন না।) হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আনসার গোত্রের মনে আপনার ব্যাপারে অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কি কারণে? হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আপনি গণীমতের সম্পূর্ণ মালামাল আপনার কওম ও অন্যান্য আরবদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। আনসারগণ উহা হইতে কিছুই পাইল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে সা'দ, এই ব্যাপারে তোমার

www.BANGLAKITAB.com

কি মতামত? তিনি বলিলেন, আমিও তো আমার কাওমেরই এক ব্যক্তি। (অর্থাৎ কাওমের সহিত আমিও একমত।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার কাওমকে আমার জন্য এই ঘেরাওয়ের ভিতর সমবেত কর। তাহারা সমবেত হইলে আমাকে সংবাদ দিও। হযরত সা'দ (রাঃ) বাহিরে আসিয়া আনসারদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন এবং তাহাদের সকলকে উক্ত ঘেরাওয়ের ভিতর সমবেত করিলেন। মুহাজিরীনদের মধ্য হইতে কয়েকজন আসিলে তাহাদিগকেও (ভিতরে প্রবেশের) অনুমতি দিলেন। তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তারপর আরো কয়েকজন আসিলে তাহাদিগকে হযরত সা'দ (রাঃ) ফেরৎ দিলেন। আনসারগণ সকলে সমবেত হইলে হযরত সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি যেখানে আনসার গোত্রকে সমবেত করিতে বলিয়াছিলেন, তাহারা সেখানে সমাবেত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন এবং তাহাদের মাঝে বয়ানের উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন। আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানার পর বলিলেন, হে আনসারগণ, এমন নহে কি যে, আমি যখন তোমাদের নিকট আসিয়াছিলাম তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। তোমরা সকলে অভাবগ্রস্থ ছিলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে সচ্ছল করিয়াছেন, তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরসমূহকে মিলাইয়া দিয়াছেন? আনসারগণ (উত্তরে) বলিলেন, হাঁ, এরূপই হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আনসারগণ তোমরা উত্তর কেন দিতেছ না? তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি বলিব, আপনাকে কি উত্তর দিব? আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলেরই অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা ইচ্ছা করিলে বলিতে পার এবং তোমরা সত্য কথাই বলিবে এবং তোমাদিগকে সত্যবাদী বলা হইবে যে, আপনি লোকদের নিকট হইতে বিতাড়িত হইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন, আমরা

আপনাকে আশ্রয় দিয়াছি, আপনি অভাবগ্রস্থ ছিলেন, আমরা আপনাকে আর্থিক সাহায্য দিয়াছি ; আপনি ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন, আমরা আপনাকে অভয় দিয়াছি ; আপনি অসহায় ছিলেন, আমরা আপনার সহায়তা করিয়াছি। তাহারা বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এরই অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা দুনিয়ার এই ঘাস-পাতার কারণে আমার উপর অসন্তুষ্ট হইতেছ? আমি তো এই গনীমতের মালামাল নবাগত মুসলমানদিগকে তাহাদের মন রক্ষার্থে দিয়াছি, আর তোমাদিগকে ইসলামের ন্যায় মহান নেয়ামত যাহা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ভাগ্যে লিখিয়াছেন উহার সোপর্দ করিয়াছি। (গণীমতের মাল না পাইলেও তোমরা ইসলামের ন্যায় নেয়ামত লাভের উপর সন্তুষ্ট থাকিবে।) হে আনসারগণ, তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা উট-বকরী লইয়া নিজেদের ঘরে ফিরে, আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও? সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, যদি লোকজন এক পাহাড়ী পথে চলে এবং আনসারগণ অন্য পাহাড়ী পথে চলে তবে আমি আনসারদের পথে চলিব। যদি হিজরত না হইত তবে আমি আনসারদের একজন হইতাম। আয় আল্লাহ, আনসারদের উপর এবং আনসারদের সন্তানদের উপর এবং তাহাদের সন্তানের সন্তানদের উপর রহমত নাযিল করুন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও দোয়া শুনিয়া আনসারগণ কাঁদিতে লাগিলেন এবং কান্নায় তাহাদের দাড়ি ভিজিয়া গেল। তাহারা বলিলেন, আমরা আল্লাহকে রব্ব হিসাবে সন্তুষ্ট আছি এবং তাঁহার রাসূলের মালামাল বন্টনের উপর রাজী আছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং আনসারগণও চলিয়া গেলেন।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে হাওয়াযেন গোত্র হইতে গণীমতের যেসকল মালামাল আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করিয়াছিলেন, তিনি তাহা অনুগ্রহস্বরূপ কোরাইশ ও অন্যান্য (নওমুসলিম)দের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। ইহাতে আনসারগণ অসন্তুষ্ট হইলেন। এই কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে পৌঁছিলে তিনি আনসারদের অবস্থানস্থলে আসিলেন এবং বলিলেন, আনসারদের যাহারাই এখানে আছে তাহারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানস্থলে চলিয়া আসে। (আনসারগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমবেত হইলে) তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া (সর্বপ্রথম) আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, হে আনসারগণ, আমি এই গণীমতের মালামাল তোমাদিগকে না দিয়া কতিপয় (নওমুসলিম) লোকদেরকে তাহাদের মন রক্ষার্থে দিয়াছি। হয়ত তাহারা আগামীতেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবে এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অন্তরে ইসলামকে মজবুতভাবে প্রবিষ্ট করিয়া দিবেন। তোমরা এই ব্যাপারে কিছু কথা বলিয়াছ যাহা আমার কানে পৌঁছিয়াছে। অতঃপর বলিলেন, হে আনসারগণ, তোমাদিগকে ঈমানের ন্যায় দৌলত দান করিয়া কি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি দয়া করেন নাই? তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন এবং আনসারুল্লাহ ও আনসারে রাসূল নামে তোমাদের অতি উত্তম নাম রাখিয়াছেন। হিজরত না হইলে আমি আনসারদের একজন হইতাম। সমস্ত লোকজন যদি এক প্রান্তরের পথ ধরে আর তোমরা অন্য প্রান্তরের পথ ধর তবে আমি তোমাদের পথ ধরিব। তোমরা ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা বকরী জানোয়ার ও উট লইয়া যায় আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে লইয়া যাও? আনসারগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, আমরা সন্তুষ্ট আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি যাহা বলিলাম উহার উত্তরে তোমরাও কিছু বল। আনসারগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদিগকে অন্ধকারে নিমজ্জিত পাইয়াছেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বারা আমাদিগকে আলোর দিকে আনিয়াছেন। আপনি আমাদিগকে আগুনের গর্তের কিনারায় পাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বারা আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। আপনি আমাদিগকে পথভ্রষ্ট পাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বারা আমাদিগকে হেদায়ত দান করিয়াছেন। আমরা রব্ব হিসাবে আল্লাহর উপর, দ্বীন হিসাবে ইসলামের উপর ও নবী হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সন্তুষ্ট আছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা খোলা মনে বলিতেছি যে, আপনি যাহা ইচ্ছা হয় করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,আল্লাহর কসম, তোমরা এই জবাব ব্যতীত অন্য কিছু বলিলেও আমি বলিব তোমরা সত্য বলিয়াছ। যদি তোমরা এরূপ বলিতে যে, আপনি লোকদের নিকট হইতে বিতাড়িত হইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়াছি। লোকেরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, আমরা আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। আপনি অসহায় ছিলেন, আমরা আপনাকে সাহায্য করিয়াছি। আপনার যে দাওয়াতকে লোকেরা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, আমরা তাহা গ্রহণ করিয়াছি। যদি তোমরা এরূপ বলিতে তবে সত্য কথাই বলিতে। আনসারগণ বলিলেন, বরং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই একমাত্র অনুগ্রহ। আমাদের ও অন্যান্যদের উপর একমাত্র আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই অনুগ্রহ ও দয়া। অতঃপর তাহারা কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তাহারা অত্যাধিক পরিমাণে কাঁদিলেন, তাহাদের সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কাঁদিলেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা হাওয়াযেন গোত্রের মালামাল গনীমতরূপে আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করিবার পর তিনি কতিপয় লোককে

www.BANGLAKITAB.com

একশত উট করিয়া দিতে লাগিলেন। আনসারদের মধ্য হইতে কিছুসংখ্যক লোক বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাফ করেন। তিনি কোরাইশকে দিতেছেন, আমাদিগকে দিতেছেন না। অথচ আমাদের তরবারী হইতে এখনও হাওয়াযেনের রক্ত ঝরিতেছে। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রকারে এই কথা জানিতে পারিলেন। তিনি লোক পাঠাইয়া আনসারগণকে একটি চামড়া নির্মিত তাঁবুতে সমবেত করিলেন, এবং তাহাদের সহিত অন্য কাহাকেও সেখানে বসিতে দিলেন না। তাহারা সমবেত হইবার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোমাদের পক্ষ হইতে আমার নিকট একি কথা পৌছিয়াছে? আনসারদের জ্ঞানবান লোকেরা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের প্রধানদের কেহ কোন কথা বলেন নাই। অবশ্য আমাদের কিছুসংখ্যক যুবক বলিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাফ করুন, তিনি কোরাইশকে দিতেছেন, আমাদিগকে দিতেছেন না। অথচ আমাদের তরবারী হইতে এখনও হাওয়াযেনের রক্ত ঝরিতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইমাত্র যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে আমি তাহাদের মনরক্ষার্থে এই গণীমতের মাল তাহাদিগকে দিয়াছি। তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা মালামাল লইয়া (ঘরে) ফিরিয়া যাইবে, আর তোমরা নবী (করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে লইয়া তোমাদের ঘরে ফিরিবে? আল্লাহর কসম, তাহারা যাহা লইয়া ঘরে ফিরিবে তাহা অপেক্ষা তোমরা যাহা লইয়া ফিরিবে তাহা বহু গুণে উত্তম হইবে। আনসারগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা (এই বন্টনের উপর) সন্তুষ্ট আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, আমার পর তোমরা (দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে) অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রধিকার প্রদান করিতে দেখিবে। তোমরা তখন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম)এর সহিত সাক্ষাৎ লাভ (অর্থাৎ মৃত্যু) পর্যন্ত সবর করিও। আমি হাউজে কাওসারের নিকট (তোমাদের অপেক্ষায়) থাকিব।

হযরত আনাস (রাঃ) (যিনি স্বয়ং আনসারদের একজন) বলেন, কিন্তু আনসারগণ সবর করিতে পারেন নাই। ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আনসারদেরকে) বলিয়াছেন, তোমরা আমার শরীর সংলগ্ন ভিতরের কাপড় (সমতুল্য) আর অন্যান্যরা উপরের কাপড় (সমতুল্য)। তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা উট বকরী লইয়া যায়, আর তোমরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে লইয়া নিজ দেশে ফিরিয়া যাও? তাহারা বলিলেন, আমরা ইহাতে সন্তুষ্ট আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আনসার তো আমার পাকস্থলী এবং আমার বিশেষ কাপড়ের বাক্স সমতুল্য। (অর্থাৎ তাহারা আমার একান্ত বিশ্বস্ত, আপনজন, যাহাদের উপর গোপন বিষয়ে নির্ভর করা যায়।) যদি সমস্ত লোকজন কোন প্রান্তর পথে চলে আর আনসার কোন পাহাড়ী পথে চলে তবে আমি আনসারদের পথেই চলিব। হিজরত না হইলে আমি আনসারদের একজন হইতাম। (বিদায়াহ)

আনসারদের গুণাবলী

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাহরাইন হইতে মালামাল আসিল। মুহাজির ও আনসারগণ একে অপর হইতে এই ব্যাপারে খবর পাইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদেরকে বলিলেন, আমি যতখানি জানি, ভয়-ভীতিকর পরিস্থিতিতে (জান দিতে হইলে) তোমাদের সংখ্যা বেশী হয় এবং লোভ-লালসার বিষয়ে (লইবার সময়

www.BANGLAKITAB.com

হইলে) তোমাদের সংখ্যা কম হয়। (অর্থাৎ এই সময় তোমরা পিছনে সরিয়া থাক।)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু তালহা (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার কাওম (অর্থাৎ আনসারদের)কে আমার সালাম বলিও; আর তাহাদিগকে বলিও যে, আমার জানা মতে তাহারা অত্যন্ত চরিত্রবান ও ধৈর্যশীল।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই অসুখে ইন্তেকাল করিয়াছেন সেই অসুখের সময় হযরত আবু তালহা (রাঃ) তাঁহাকে দেখিতে গেলে তিনি বলিলেন, তোমার কাওম (আনসারদের)কে আমার সালাম দিও, নিঃসন্দেহে তাহারা অত্যন্ত চরিত্রবান ও ধৈর্যশীল।

হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)এর উক্তি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট গেলেন এবং বলিলেন, হে কাওমের সর্দার, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তুমি আল্লাহর সহিত কৃত ওয়াদাকে পূরণ করিয়াছ। আল্লাহ তায়ালাও তোমার সহিত কৃত ওয়াদা পূরা করিবেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন (বেগানা) মহিলার জন্য আনসারদের দুই ঘরের মাঝে বাস করার মধ্যে অথবা তাহার আপন পিতা-মাতার নিকট বাস করার মধ্যে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। (উভয়টাই তাহার জন্য সমান। কারণ আনসারগণ অত্যন্ত চরিত্রবান, বেগানা মহিলাকে আপন মা-বোনের মতই সম্মান করে।)

আনসারদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাহাদের খেদমত

হযরত উসাঈদ ইবনে হুযাইর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। তিনি তখন খাদ্যদ্রব্য বন্টন করিতেছিলেন। হযরত উসাঈদ (রাঃ) বনু যাফর গোত্রের এক আনসারী পরিবারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তাহারা খুবই অভাগ্রস্থ এবং তাহাদের অধিকাংশই মহিলা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে উসাইদ, তুমি আমার নিকট আগে বলিলে না, এখন তো যাহা কিছু হাতে ছিল শেষ হইয়া গিয়াছে। আগামীতে যখনই শুনিতে পাও যে, আমার নিকট কিছু আসিয়াছে তখন তুমি সেই পরিবারের কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও। তারপর যখন খাইবার হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খেজুর ও যব আসিল তখন তিনি উহা লোকদের মধ্যে বন্টন করিলেন। আনসারদের মধ্যেও বন্টন করিলেন এবং তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে দিলেন। উক্ত পরিবারের মধ্যেও বন্টন করিলেন এবং তাহাদিগকে আরো অধিক পরিমাণে দিলেন। হযরত উসাইদ (রাঃ) শুকরিয়া আদায় করিতে যাইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর নবী, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, অথবা বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শ্রেষ্ঠ বিনিময় দান করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা আনসারদল, তোমাদেরকেও আল্লাহ তায়ালা উত্তম বিনিময় অথবা বলিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ বিনিময় দান করুন। আমার জানা মতে তোমরা অত্যন্ত চরিত্রবান ও ধৈর্যশীল। আমার পরে খেলাফতের বিষয়ে ও (মালামাল) বন্টনের ব্যাপারে তোমরা অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দিতে দেখিবে। হাউজে কাওসারের নিকট আমার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ পর্যন্ত তোমরা ধৈর্য ধারণ করিও।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত উসাঈদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) বলেন, আমার কাওমের দুই পরিবার বনু যাফর ও বনু মুআবিয়ার লোকেরা আমার নিকট আসিয়া বলিল, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। যেন তিনি আমাদের জন্য কিছু বন্টন করেন অথবা আমাদেরকে কিছু দান করেন। অথবা এ জাতীয় কোন কথা তাহারা বলিল। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এই ব্যাপারে কথা বলিলে তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি প্রত্যেক পরিবারকে বন্টনের সময় কিছু না কিছু দিব। (এখন তো এই পরিমাণই দিবার মত আছে) পরে যখন আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে আরো দিবেন তখন আমরা তাহাদিগকে আরো দিব। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাকেও উত্তম বিনিময় দান করুন। কেননা আমার জানা মতে, তোমরা অত্যন্ত চরিত্রবান ও ধৈর্যশীল। কিন্তু আমার পরে তোমরা অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দিতে দেখিবে।

অতঃপর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খেলাফত আমলে তিনি লোকদের মধ্যে পোশাকের জোড়া বন্টন করিলেন। এক জোড়া তিনি আমার জন্যও পাঠাইলেন, যাহা দেখিতে আমার নিকট ছোট মনে হইল। আমি নামায পড়িতেছিলাম, এমন সময় একজন কোরাইশী যুবক আমার পাশ দিয়া গেল। তাহার পরণেও এই ধরণের এক জোড়া ছিল, যাহা এতবড় ছিল যে, সে তাহা মাটিতে হেঁচড়াইয়া যাইতেছিল। আমার তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা স্মরণ হইল যে, তিনি বলিয়াছিলেন, আমার পরে তোমরা অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দিতে দেখিবে। আমি এই কথা স্মরণ করিয়া বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য বলিয়াছেন। এক ব্যক্তি যাইয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে আমার এই কথা বলিয়া দিল। হযরত ওমর (রাঃ) (আমার নিকট) আসিলেন। আমি তখন

নামায পড়িতেছিলাম। তিনি বলিলেন, হে উসাইদ, নামায শেষ করিয়া লও। আমি নামায শেষ করিলে তিনি বলিলেন, তুমি কেমন কথা বলিয়াছ? আমি তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি এই জোড়া (বড় বলিয়া) ওমুক (আনসারী) সাহাবীর নিকট পাঠাইয়াছিলাম, যিনি বদর, ওহুদ ও আকাবার বাইআতে শরীক ছিলেন। (যেহেতু তিনি তোমার অপেক্ষা দ্বীনী সম্মানে অগ্রগামী ছিলেন, সেহেতু আমি তাহাকে তোমার অপেক্ষা বড় জোড়া দিয়াছিলাম।) অতঃপর এই কোরাইশী যুবক যাইয়া সেই আনসারী সাহাবীর নিকট হইতে কিনিয়া লইয়া পরিধান করিয়াছে। তোমার কি ধারণা হয় যে, আনসারদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিবার ঘটনা আমার যুগে ঘটিবে? হযরত উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার ধারণা যে, আপনার আমলে তাহা ঘটিবে না।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলেন, আমি মসজিদে যাওয়ার সময় এক কোরাইশী যুবকের পরিধানে এক জোড়া কাপড় দেখিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাকে এই কাপড় জোড়া কে দিয়াছেন? সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন দিয়াছেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর অপর একজন কোরাইশীকে দেখিলাম, তাহার পরিধানেও এক জোড়া কাপড় রহিয়াছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাকে এই কাপড় জোড়া কে দিয়াছেন? সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন দিয়াছেন। তারপর কিছুদূর অগ্রসর হইলে অমুকের পুত্র অমুক একজন আনসারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার পরিধানে পূর্বের দুইজন অপেক্ষা নিম্নমানের কাপড় ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাকে এই কাপড় জোড়া কে দিয়াছেন? সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন দিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) মসজিদে যাইয়া উচ্চস্বরে বলিলেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য বলিয়াছেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য বলিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার আওয়াজ শুনিয়া লোক পাঠাইলেন যে, আমার নিকট আস। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, আমি দুই রাকাত নামায পড়িয়া আসিতেছি। হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় লোক পাঠাইয়া খবর দিলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) কসম দিতেছেন যে, তুমি এখনই আস। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, আমি নিজেকে কসম দিতেছি যে, দুই রাকাত নামায না পড়া পর্যন্ত তাহার নিকট যাইব না। এই বলিয়া তিনি নামায আরম্ভ করিয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) নিজে আসিলেন এবং তাহার পাশে বসিলেন। তিনি নামায শেষ করিলে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে বল, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের জায়গায় (অর্থাৎ তাঁহার মসজিদের ভিতর) উচ্চস্বরে এই কথা কেন বলিলে যে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য বলিয়াছেন? হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমি মসজিদের দিকে আসিতেছিলাম। পথে অমুকের পুত্র অমুক কোরাইশীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তাহার পরিধানে একজোড়া কাপড় দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাকে এই কাপড় কে দিয়াছে? সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন দিয়াছেন? অতঃপর কিছুদূর অগ্রসর হইলে অমুকের পুত্র অমুক কোরাইশীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার পরিধানেও এক জোড়া কাপড় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাকে এই কাপড় কে দিয়াছে? সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন দিয়াছেন। তারপর আরো কিছুদূর অগ্রসর হইলে অমুকের পুত্র অমুক আনসারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহার পরিধানে পূর্বের দুইজন অপেক্ষা নিম্নমানের কাপড় ছিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাকে এই কাপড়ের জোড়া কে দিয়াছে? সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদেরকে) বলিয়াছিলেন, আমার পরে তোমরা অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দিতে দেখিবে। হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার হাতে এই কাজ হউক তাহা আমি পছন্দ করি নাই। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, এই বারের জন্য আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহিতেছি, আগামীতে আর কখনও এরূপ করিব না। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর কখনও হযরত ওমর (রাঃ)কে কোন আনসারীর উপর অন্য কাহাকেও অগ্রাধিকার দিতে দেখা যায় নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) তাহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং তাঁহাকে সালাম করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইখানে এইখানে এবং তাহাকে নিজের ডান পার্শ্বে বসাইলেন। তারপর বলিলেন, আনসারগণকে মারহাবা, আনসারগণকে মারহাবা। হযরত সা'দ (রাঃ) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানার্থে) নিজের পুত্রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, এখানে বস। সে বসিয়া গেল। অতঃপর বলিলেন, কাছে আস। সে কাছে আসিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয় হাত ও পা মোবারক চুম্বন করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খুশী হইয়া) বলিলেন, আমি আনসারদের একজন, আমি আনসারদের সন্তান। হযরত সা'দ (রাঃ)

www.BANGLAKITAB.com

বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সম্মানিত করুন যেমন আপনি আমাদেরকে সম্মানিত করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন। তোমরা আমার পরে অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দিতে দেখিবে। হাউজে কাওসারের নিকট আমার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ পর্যন্ত তোমরা ধৈর্য ধারণ করিও।

হযরত জারীর (রাঃ) কর্তৃক হযরত আনাস (রাঃ)এর খেদমত

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত জারীর (রাঃ) আমার সঙ্গে এক সফরে ছিলেন। তিনি আমার খেদমত করিতেন। তিনি (একবার) বলিলেন, আমি আনসারদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (সম্মান ও মুহব্বতের) এক বিশেষ ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। অতএব আমি যে কোন আনসারীকে পাই তাহার অবশ্যই খেদমত করি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ)এর খেদমত

হাবীব ইবনে সাবেত (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর নিকট গেলেন এবং নিজের ঋণ সম্পর্কে অভিযোগ করিলেন। (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।) কিন্তু তিনি হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর পক্ষ হইতে (সাহায্যের ব্যাপারে) আশানুরূপ কোন সাড়া পাইলেন না, বরং এরূপ (বিমুখ) ভাব দেখিলেন, যাহা তাহার নিকট অপ্রিয় লাগিল। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, হে আনসারগণ, আমার পরে তোমরা অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দিতে দেখিবে। হযরত মুআবিয়া (রঃ)

বলিলেন, সেই সময় তিনি তোমাদিগকে কি করিতে বলিয়াছেন? হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) বলিলেন, বলিয়াছেন, তোমরা সবর করিও। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, অতএব তোমরা সবর কর। হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমার নিকট আর কখনও কিছু চাহিব না। অতঃপর তিনি সেখান হইতে বসরা আসিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট উঠিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাহার জন্য নিজের ঘর খালি করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমি আপনার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিব যেরূপ আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত করিয়াছিলেন। অতএব তিনি নিজ পরিবারবর্গকে ঘর খালি করিতে বলিলে তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তারপর তিনি হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ)কে বলিলেন, ঘরে যাহা কিছু আছে সম্পূর্ণ আপনার এবং তাহাকে অতিরিক্ত চল্লিশ হাজার (মুদ্রা) ও বিশটি গোলাম দিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) বসরায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। হযরত আলী (রাঃ)এর পক্ষ হইতে সে সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বসরার গভর্ণর নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বলিলেন, হে আবু আইয়ূব, আমি আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহা আপনাকে দিয়া দিতে চাই। যেমন আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত করিয়াছিলেন। অতএব তিনি নিজের পরিবারবর্গকে ঘর খালি করিতে বলিলে তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং ঘরের সম্পূর্ণ মালামাল তাহাকে দিয়া দিলেন। অতঃপর হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) বলিলেন, আমার নির্দ্ধারিত ভাতা এবং আমার জমিতে কাজ করার জন্য আটজন গোলামের প্রয়োজন। তাহার ভাতা চার হাজার ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) উহাকে পাঁচগুণ করিয়া বিশ হাজার মুদ্রা ও চল্লিশ জন গোলাম দিলেন। (তাবারানী)

www.BANGLAKITAB.com

আনসারদের প্রয়োজনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর প্রচেষ্টা

হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) অথবা হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট আমাদের আনসারদের একটি বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বর্ণনাকারী ইবনে আবি যিনাদ (রহঃ) হযরত ওমর (রাঃ) অথবা হযরত ওসমান (রাঃ)এর নামের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত হাসসান (রাঃ) বলেন, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবা (রাঃ)কে (সুপারিশের জন্য) সঙ্গে লইয়া গেলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ) আমাদের ব্যাপারে (সুপারিশমূলক) কথা বলিলেন এবং তাহারা আনসারদের সম্মান ও গুণাবলীরও উল্লেখ করিলেন। কিন্তু গভর্ণর অপারগতা প্রকাশ করিল। হযরত হাসসান (রাঃ) বলেন, আমরা যে কাজের জন্য গিয়াছিলাম তাহা অত্যন্ত জরুরী ছিল। গভর্ণর নিজের কথারই বারংবার পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল। অবশেষে অন্যান্য সাহাবা (রাঃ) গভর্ণরকে অপারগ মনে করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন, কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, তবে তো আনসারদের কোন মর্যাদা রহিল না। অথচ তাহারা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) সাহায্য করিয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে। তিনি তাহাদের আরো সম্মানজনক বিষয়ের উল্লেখ করিতে লাগিলেন এবং (হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ)এর প্রতি ইশারা করিয়া) ইহাও বলিলেন, ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবি, যিনি তাঁহার পক্ষ হইতে (কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের কটুক্তিকে) প্রতিহত করিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এইভাবে সংক্ষিপ্ত যুক্তপূর্ণ বক্তব্যের দ্বারা গভর্ণরের সকল আপত্তিকে খণ্ডন করিতে থাকিলেন। অবশেষে গভর্ণর বাধ্য হইয়া আমাদের কাজ করিয়া দিল। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর জোরদার কথার দ্বারা আমাদের কার্য সমাধা করিয়া

দিলেন। (হযরত হাসসান (রাঃ) বলেন) আমি হযরত আব্দুল্লাহ (ইবনে আব্বাস) (রাঃ)এর হাত ধরিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম এবং তাহার প্রশংসা করিলাম ও তাহার জন্য দোয়া করিলাম। অতঃপর আমি মসজিদে সেই সকল সাহাবা (রাঃ)দের নিকট গেলাম যাহারা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর সঙ্গে গভর্ণরের নিকট আমাদের ব্যাপারে সুপারিশ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ন্যায় অধিক জোর দিয়া বলিতে পারেন নাই। আমি উচ্চস্বরে তাহাদিগকে শুনাইয়া বলিলাম, আমাদের সহিত তোমাদের অপেক্ষা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর অধিক সম্পর্ক (তিনি আজ আমাদের জন্য অধিক উপকারী প্রমাণিত হইয়াছেন)। তাহারা বলিলেন, নিঃসন্দেহে। অতঃপর আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে বলিলাম, তাহার এই গুণ বৈশিষ্ট নবুওতের অবশিষ্টাংশ এবং হযরত আহমাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (নিকট হইতে প্রাপ্ত) ওয়ারিসী স্বত্ব। তিনি তোমাদের অপেক্ষা উহার অধিক হকদার। অতঃপর আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিলাম—

إِذَا قَالَ لَمْ يَتْرُكْ مَقَالًا لِقَائِلٍ - بِمُلْتَفَظَاتٍ لَا تَرَى بَيْنَهَا فَضْلًا

অর্থ ঃ তিনি (অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)) যখন কথা বলেন, তখন এমন জোরদার সংক্ষিপ্ত কথা বলেন যে, কাহারো জন্য অধিক কিছু বলার সুযোগ রাখেন না এবং উহার মধ্যে কোন অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য কথাও থাকে না।

كَفَى وَشَفَى مَافِى الصُّدُوْرِفَلَمْ يَدَعْ لِذِىْ اِرْبَةٍ فِىْ الْقَوْلِ جِدًّاوَّلَاهَزْلًا

তাহার বক্তব্য সকল বিষয়ের জন্য যথেষ্ট, সকলের দিলকে আশ্বস্ত করিয়া দেয় এবং অভাবগ্রস্ত লোকের জন্য তিনি কথা বলার প্রয়োজন বাকি রাখেন না।

www.BANGLAKITAB.com

سَمَوْتَ اِلَى الْعُلْيَا بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ فَنِلْتَ ذُرَاهَا لَادَنِيًّا وَّ لَا وَغْلًا

(হে ইবনে আব্বাস) আপনি বিনা পরিশ্রমে উচ্চ মর্যাদা লাভ করিয়াছেন এবং উহার চূড়ায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি কমজাতও নহেন, দুর্বলও নহেন।

তাবারানীর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হাসসান (রাঃ) বলিলেন, ইনি (অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আনসারদের জন্য) এই (সুপারিশের) ব্যাপারে তোমাদের অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। আল্লাহর কসম, তাহার এই গুণ বৈশিষ্ট্য নবুওতেরই অবশিষ্টাংশ এবং হযরত আহমাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (নিকট হইতে প্রাপ্ত) ওয়ারিসী স্বত্ব। তাহার বংশমূল ও স্বভাবগত উৎকৃষ্টতা তাহাকে এ সকল কাজের পথ দেখাইয়া থাকে। লোকেরা বলিল, হে হাসসান, একটু সংক্ষেপে কথা বল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হাঁ তাহারা ঠিক বলিতেছে। হযরত হাসসান (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর প্রশংসায় এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

اِذَامَا ابْنُ عَبَّاسٍ بَدَالَكَ وَ جْهُهٗ رَاَيْتَ لَهٗ فِىْ كُلِّ مَجْمَعَةٍ فَضْلًا

অর্থ ঃ যখন ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর মুখমণ্ডল তোমার সামনে প্রকাশিত হইবে তখন তুমি প্রত্যেক সমাবেশে তাহার সম্মান দেখিতে পাইবে।

অতঃপর পূর্বের কবিতা উল্লেখ করিয়া নিম্নের কবিতাটিও অতিরিক্ত উল্লেখ করিয়াছেন—

خُلِقْتَ حَلِيْفًا لِلْمُرُوْءَةِ وَالنَّدٰى بَلِيْغًا وَلَمْ تُخْلَقْ كَهَامًا وَّ لَا حَلًا

অর্থ ঃ আপনাকে মানবতা ও দানশীলতার বন্ধু ও সুবক্তা করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। নিষ্ক্রিয় ও অকর্মন্য করিয়া সৃষ্টি করা হয় নাই।

হযরত হাসসান (রাঃ)এর এই কবিতা শুনিয়া গভর্ণর বলিল, আল্লাহর কসম, তিনি নিষ্ক্রিয় বলিয়া অন্য কাহাকেও নয় আমাকেই

ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমার ও তাহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালাই ফয়সালা করিবেন।

আনসারদের জন্য দোয়া

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আনসারদের জন্য যখন উট দ্বারা পানি সেচের কাজ ও উহার পিঠে পানি বহন করিয়া আনা কষ্টকর হইয়া পড়িল, তখন তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমবেত হইয়া এই আবেদন পেশ করিবার ইচ্ছা করিলেন যে, তাহাদের জন্য তিনি একটি নহর খনন করিয়া দেন যাহাতে সারা বছর পানি প্রবাহমান থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাদের আবেদন পেশ করিবার পূর্বেই) বলিলেন, আনসারগণকে মারহাবা, আনসারগণকে মারহাবা, আনসারগণকে মারহাবা, আজ তোমরা আমার নিকট যে কোন আবেদন করিবে আমি তোমাদিগকে তাহা দান করিব এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট আমি তোমাদের জন্য যাহা চাহিব, তিনি আমাকে তাহা দান করিবেন। আনসারগণ এই কথা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিলেন যে, তোমরা (নহর ইত্যাদির কথা বলিয়া) এই সুযোগ নষ্ট করিও না, মাগফিরাত চাহিয়া লও। সুতরাং তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের জন্য মাগফিরাত (অর্থাৎ গুনাহ মাফ)এর দোয়া করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আয় আল্লাহ, আপনি আনসারদের এবং তাহাদের পুত্রদের এবং তাহাদের পৌত্রদেরকে মাফ করিয়া দিন। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, আনসারদের স্ত্রীগণকেও মাফ করিয়া দিন।

হযরত রেফাআহ ইবনে রাফে' (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আয় আল্লাহ, আপনি আনসারগণকে এবং আনসারদের সন্তানগণকে এবং তাহাদের সন্তানের সন্তানগণকে এবং তাহাদের প্রতিবেশীগণকে (এবং তাহাদের গোলামগণকে) মাফ করিয়া দিন।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আওফ আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আয় আল্লাহ, আপনি আনসারগণকে এবং আনসারদের পুত্রগণ এবং আনসারদের গোলামগণকে মাফ করিয়া দিন।

হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, ঈমান ইয়ামানবাসীদের এবং ঈমান কাহতান গোত্রের মধ্যে রহিয়াছে। (কাহতান ইয়ামানের এক বাদশাহের নাম, আনসার ও ইয়ামানবাসী তাহারই বংশধর।) দিলের কঠোরতা আদনানের সন্তানগণের মধ্যে এবং হিমইয়ার গোত্র আরবের মস্তক ও সর্দার, মাযহিজ গোত্র আরবের মাথা এবং তাহাদের আশ্রয়স্থল, আয্দ গোত্র আরবের কাঁধ ও তাহাদের মাথা, হামদান গোত্র আরবের কাঁধ ও তাহাদের চূড়া। আয় আল্লাহ, আনসারদিগকে সম্মান দান করুন, যাহাদের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা দ্বীনকে কায়েম করিয়াছেন এবং যাহারা আমাকে আশ্রয় দিয়াছে, সাহায্য করিয়াছে এবং আমার হেফাজত করিয়াছে। তাহারা দুনিয়াতে আমার সঙ্গী এবং আখেরাতে আমার জামাতের মধ্যে থাকিবে এবং আমার উম্মতের মধ্যে তাহারাই সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

হযরত ওসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার এক খোতবায় বলিয়াছেন, আমাদের ও আনসারদের উদাহরণ এরূপ, যেরূপ এই কবি তাহার কবিতায় বলিয়াছে—

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا جَعْفَرًا حِيْنَ اَشْرَفَتْ بِنَا نَعْلُنَا لِلْوَاطِئِيْنَ فَزَلَّتِ

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা আমাদের পক্ষ হইতে জা'ফরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন, তাহারা এমন সময় আমাদের সাহায্য করিয়াছে, যখন আমাদের জুতা আমাদিগকে পদচারীদের সম্মুখে পিছলাইয়া ফেলিয়া দিয়াছিল।

اَبَوْا اَنْ يَّمَلُّوْنَا وَلَوْ اَنَّ اُمَّنَا تُلَاقِىْ الَّذِىْ يَلْقَوْنَ مِنَّا لَمَلَّتِ

তাহারা আমাদের প্রতি একটুও বিরক্ত হয় নাই। আমাদের জন্য তাহারা যে পরিমাণ কষ্ট সহ্য করিয়াছে, যদি আমাদের মা'দের এই পরিমাণ কষ্ট হইত তবে তাহারাও বিরক্ত হইয়া যাইত।

খেলাফতের ব্যাপারে আনসারদের আত্মত্যাগ

হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান হিমইয়ারী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) মদীনার শেষ প্রান্তে (নিজের ঘরে) ছিলেন। (ইন্তেকালের সংবাদ পাইয়া) তিনি আসিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক হইতে চাদর সরাইয়া বলিলেন, আমার পিতা–মাতা আপনার উপর কোরবান হউন। আপনি জীবিত ও মৃত্যু উভয় অবস্থায় কতই না সুন্দর ও পবিত্র। কা'বার রব্বের কসম, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছেন। অতঃপর (বনু সায়েদার ছাপরার নীচে খেলাফতের ব্যাপারে আনসারদের সমবেত হওয়ার সংবাদ পাইয়া) হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) (সেই দিকে) দ্রুত চলিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) কথা বলিলেন এবং তিনি আনসারদের ব্যাপারে কোরআনে যাহা কিছু নাযিল হইয়াছে বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের ব্যাপারে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা সবই উল্লেখ করিলেন। এমন কি ইহাও বলিলেন যে, আমি ভাল করিয়া জানি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি সমস্ত লোকজন এক প্রান্তরের পথ ধরে আর আনসারগণ অন্য প্রান্তরের পথ ধরে তবে আমি আনসারদের পথই ধরিব। হে সা'দ, তোমারও জানা আছে যে, একবার তুমি বসিয়াছিলে, তোমার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, কোরাইশ এই

www.BANGLAKITAB.com

(খেলাফতের) বিষয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে। নেক লোকেরা কোরাইশের নেক লোকদের অনুসারী হইবে এবং বদ লোকেরা কোরাইশের বদলোকদের অনুসারী হইবে। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন। আমরা (আনসারগণ) উজির হইব এবং আপনারা (কোরাইশগণ) আমীর হইবেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর (আনসারগণ বনু সায়েদার ছাপরায় সমবেত হইলেন এবং) আনসারদের মধ্য হইতে লোকেরা দাঁড়াইয়া নিজ নিজ রায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিলেন, হে মুহাজিরীনের জামাত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তোমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও আমীর বানাইতেন তখন তাহার সহিত আমাদের একজনকেও সংযুক্ত করিয়া দিতেন। অতএব আমার রায় হইল, এই খেলাফতের দায়িত্বভার দুইজনের উপর থাকিবে, একজন আপনাদের মধ্য হইতে এবং অপর জন আমাদের মধ্য হইতে হইবেন। (অর্থাৎ খলীফা দুইজন হইবেন, একজন মুহাজির ও অপরজন আনসারী।) অতঃপর আনসারদের প্রত্যেকেই এই একই রায়ের অনুসরণ করিলেন। অবশেষে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরীনদের মধ্য হইতে ছিলেন, অতএব ইমাম মুহাজিরীনদের মধ্য হইতে হইবে এবং আমরা তাহার আনসার (অর্থাৎ সাহায্যকারী) হইব, যেমন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনসার (অর্থাৎ সাহায্যকারী) ছিলাম। এই কথার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আনসারদের জামাত, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং তোমাদের এই বক্তাকে দৃঢ়পদ রাখুন। আল্লাহর কসম, তোমরা ইহা ব্যতীত আর কিছু করিলে আমরা কখনও তোমাদের সহিত সন্ধি করিতাম না। অতঃপর হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাত ধরিয়া

বলিলেন, ইনিই তোমাদের খলীফা। তোমরা তাঁহার নিকট বাইআত হও।

হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আনসারগণ হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর নিকট সমবেত হইলেন। তারপর হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ)ও সেখানে আসিলেন। বদরী সাহাবী হযরত হুবাব ইবনে মুনযির (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমাদের মধ্য হইতে একজন আমীর হইবেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে একজন আমীর হইবেন। আল্লাহর কসম, হে মুহাজিরীনের জামাত, এই আমীর হওয়ার ব্যাপারে আমাদের মনে তোমাদের প্রতি কোন হিংসা নাই। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হয় যে, এই আমীরী সেই সকল লোকের হাতে না চলিয়া যায় যাহাদের বাপ–ভাইদিগকে আমরা (বিভিন্ন যুদ্ধে) কতল করিয়াছি। (অতঃপর তাহারা আমাদের নিকট হইতে উহার প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করে।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যদি এমন হয়, তবে তুমি যদি পার (তাহার মোকাবিলা করিয়া) মৃত্যুবরণ করিও। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, আমরা আমীর হইব আর তোমরা উজির (অর্থাৎ সাহায্যকারী) হইবে। এই খেলাফত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে। এই খেলাফত আধাআধি সমান ভাগে হইবে, যেমন খেজুরের পাতা দুই সমান ভাগে ভাগ হইয়া যায়। সুতরাং লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত বশীর ইবনে সা'দ, আবু নোমান (রাঃ) (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে) বাইআত হইলেন। সকল সাহাবা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর (খলীফা হওয়ার) ব্যাপারে একমত হইবার পর তিনি লোকদের মধ্যে কিছু মালপত্র বন্টন করিলেন এবং বনু আদি ইবনে নাজ্জার গোত্রের এক বৃদ্ধা মহিলার অংশ তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর হাতে পাঠাইলেন। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি? হযরত যায়েদ (রাঃ) বলিলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) (মাল বন্টন করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে) মহিলাদেরকেও এই পরিমাণ দিয়াছেন। বৃদ্ধা বলিলেন, তোমরা

www.BANGLAKITAB.com

আমাকে আমার দ্বীনের ব্যাপারে ঘুষ দিতেছ? হযরত যায়েদ (রাঃ) বলিলেন, না। বৃদ্ধা বলিলেন, তোমাদের কি এই আশঙ্কা হয় যে, আমি যে দ্বীনের উপর আছি তাহা পরিত্যাগ করিব? তিনি বলিলেন, না। বৃদ্ধা বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি ইহা হইতে কখনও কিছুই গ্রহণ করিব না। হযরত যায়েদ (রাঃ) ফিরিয়া আসিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বৃদ্ধার সকল কথা শুনাইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমরাও তাহাকে যাহা দিয়াছি তাহা হইতে কিছু (ফেরত) গ্রহণ করিব না। (কানুযুল উম্মাল)

WWW.BANGLAKITAB.COM

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত